চতুর্থ অধ্যায়

বনফুলের ছোটগল্পের ভাষাশৈলী

চতুর্থ অধ্যায়

"বনফুলের ছোটগল্পের ভাষাশৈলী"

'ভাষা' পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের বা জ্ঞাপনের (Communication) একটি বিশেষ মাধ্যম। তবে ভাষা শুধু পারস্পরিক সম্পর্কই স্থাপিত করে না, সেই ভাষা, ব্যবহারকারী বক্তার স্বকীয়তাও নির্দেশ করে। কেননা, একই বক্তব্য ও বিষয় ভিন্ন ভিন্ন লেখকের হাতে লিখিত হলে তার প্রকাশভঙ্গি আলাদা আলাদা হতে বাধ্য। কারণ, লেখকের কাল, মানসিকতা, পরিবেশ, পরিস্থিতি সেই বাচনিক ভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করে এবং লেখককে বিশিষ্ট করে তোলে। এই অধ্যায়ে বনফুল তাঁর বিভিন্ন গল্পে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তাঁদের স্বভাব, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যে ভাষা ব্যবহার করেছেন সে ভাষার স্বরূপ কেমন, তা চরিত্রের সঙ্গে কতটা সাজুয্য লাভ করেছে, সেই ভাষা ব্যবহারের বিশেষত্ব, রীতি বনফুলকে কিভাবে বিশেষ করে তুলেছে, ভাষা শৈলীর সেই বিশিষ্টতার বিচার বিশ্লেষণ করা হবে।

বিখ্যাত রীতি বিজ্ঞানী জর্জ লুই বুঁফো তাঁর 'Discourse Sar Le Style' (1753) গ্রন্থে বলেছিলেন **'Style is the man himself.'** অর্থাৎ 'স্টাইল' হচ্ছে **'লেখক - মানুষটি'**। স্টাইল সম্পর্কে বুঁফোর এই উক্তি সম্পর্কে যত বিতর্কই থাক না কেন, এই উক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কেননা, 'লেখক-মানুষটির' অনুভূতির প্রকাশ তার রচনা নিরপেক্ষ নয়। 'স্টাইল' হ'ল ভাষার সেই বিশেষ ধর্ম বা গুণ যা দিয়ে লেখকের বিশিষ্ট চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি প্রভৃতিকে যথার্থরূপে পাঠকমনে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে, কিংবা বলতে পারি, পাঠক ও লেখকের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে সেই ভাষা অবশ্যই লেখ্যভাষা হতে হবে।

যে কোন লেখকের লেখায় তাঁর বিশেষ কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তবে সেগুলি পৃথকভাবে দেখানো যায় না, অথচ অনুভব করা যায়, উপলব্ধি করা যায়। এইসব গুণের যোগফল হল 'লেখক-মানুষটির' ব্যক্তিত্ব। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এই একাত্মতায় যে বিশিষ্ট ভঙ্গিটি প্রকাশ পায় তাকেই বলে 'স্টাইল'। এই 'স্টাইল' **'লেখকের অন্তরশায়ী চেতনা'**।[১] এই চেতনা প্রকাশ লাভ করার জন্য বিশেষ ধরনের শব্দ প্রকল্প গ্রহণ করে। এক-এক লেখকের ভাষা প্রকাশ ভঙ্গিমা এক-এক রকম। আবার স্থান-কাল-পাত্র ভেদে লেখকের রচনারীতিরও নানা বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন ঘটে যায়। ভাষা শৈলীতে (**Language Style**) সেই বিষয়ের সঙ্গে লেখকের বাহ্যিক নানা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও কিভাবে এক আভ্যন্তরীণ-যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে লেখককে বিশিষ্ট করে তোলে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়। একই লেখক প্রসঙ্গ ভেদে (**Contextual Variation**) ভাষা শৈলীরও পরিবর্তন ঘটান। যে-কারণে বনফুলের উপন্যাসের ভাষাভঙ্গি যেমন, ছোটগল্পের ভাষাভঙ্গি তেমন নয়। তাঁর উপন্যাসের ভাষার চাইতে ছোটগল্পের ভাষা অনেক বেশি শ্লেষাত্মক, তির্যক, ব্যঞ্জনাগর্ভ, কটাক্ষতায়পূর্ণ। প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভাষার এই পরিবর্তনকে সমাজ

ভাষা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'রেজিস্টার' (**Register**) বা 'ভাষামুদ্রা'।

'স্টাইল' কি, এর বৈশিষ্ট্য কি হওয়া উচিৎ এ সম্পর্কে বিভিন্ন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সমালোচকেরা তাঁদের সুচিন্তিত মত প্রদান করেছেন। ফ্লোবেয়ারের মতে, স্টাইল হল সেই বিশেষ ভঙ্গি, যা বিভিন্ন বস্তুকে লেখক একান্ত নিজস্বতায় প্রকাশ করেন। কার্ডিনাল নিউম্যানের মতে, শিল্পীর চিন্তা ও চেতনার যথার্থ ভাষারূপ হল স্টাইল। ফরাসী লেখক স্তাঁধালের মতে, লেখক-ব্যক্তিত্বের মনোভাবের যথার্থ শিল্পরস সমৃদ্ধ প্রকাশই স্টাইল। শোপেনহাওয়ের মতে, স্টাইল হল লেখকের মনের বিভিন্ন ভাবনার ভাষাশ্রয়ী বহিঃপ্রকাশ। লেখকের মনোভাবের সেই শিল্পরস সমৃদ্ধ প্রকাশে **"শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ অলংকার প্রভৃতির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তাই শব্দ, বাক্য, চিত্রকল্প, অলংকারের আবরণে মণ্ডিত যে লেখক-ব্যক্তিত্ব, তারই নাম স্টাইল। তা ব্যক্তির পোশাক নয়, তার রক্ত-মাংস-হাড়। চিন্তা-অনুভূতি-উপলব্ধি থেকেই স্টাইলের উৎপত্তি, সুতরাং স্টাইলকে এদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।"**[২] ড. পবিত্র সরকারের মতে, 'শৈলী' (**Style**) হল লেখকের দ্বারা সচেতন বা অজ্ঞাতসারে নিয়োজিত ভাষাগত উপায় (**Means**), যার সাহায্যে পাঠক ও লেখকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

লেখকের ব্যক্তিত্ব ও লেখনি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে স্টাইলের গুরুত্ব আজ সর্বজনবিদিত। এই স্টাইলের প্রকাশ ঘটে লেখককৃত ভাষাশ্রয়ী সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। ভাষা যেহেতু মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম সেইহেতু সেই ভাষার স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা একান্ত প্রয়োজন। এই স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা স্টাইলের মূলভিত্তি। অস্পষ্টতা, অস্বচ্ছতা,ধোঁয়াটে ভাব আমাদের মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে না। তাই গদ্য-স্টাইলের বর্ণনা দিতে গিয়ে আনাতোল ফ্রাঁস বলেছেন — গদ্যের প্রধান গুণ স্বচ্ছতা, অশেষ স্বচ্ছতা, গভীর স্বচ্ছতা। চিন্তার শৃঙ্খলা থেকেই ভাষার এই স্বচ্ছতা আসে। চিন্তাদৈন্য, বক্তব্যের অস্পষ্টতা ও অত্যধিক অলংকারপ্রিয়তা স্টাইলকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। স্টাইলের পরবর্তী গুণগুলি হলো সংক্ষিপ্ততা, পরিমিতিবোধ, সংহতি (ব্রেভিটি), বৈচিত্র্য, নাগরিকতা (আরবানিটি), সরলতা (সিম্প্লিসিটি)। স্টাইলের এই ছয়টি বৈশিষ্ট্যই ব্যক্তি-লেখককে পাঠকের সামনে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে তোলে। ফরাসী গদ্যশিল্পী মঁতেন স্টাইলের তিনটি গুণের কথা বলেছেন— ১। স্বচ্ছতা (ক্ল্যারিটি), ২। সংহতি (ব্রেভিটি), ৩। সরলতা (সিম্প্লিসিটি)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সরলতা ও স্পষ্টতাকে স্টাইলের প্রধান গুণ বলে বর্ণনা করেছেন।

প্রত্যেক লেখকই নিজের মানসিক প্রবণতা, বিষয়, পরিবেশ-পরিস্থিতি নির্বাচনের, ভাষা সংস্থানের (System of Language) মধ্য দিয়ে নিজস্ব একটি শৈলী রচনা করেন এবং সেই শৈলীর কারণে তিনি অন্যান্য লেখকবৃন্দ থেকে বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন। তবে একই লেখক প্রসঙ্গের (Context) পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু ভাষার পরিবর্তন ঘটান, সেহেতু কোন একটি বিশেষ শৈলী কোন বিশেষ লেখকের ভাষারীতি না হয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ঔপভাষিক

শৈলী, আঞ্চলিক শৈলী, স্বসৃষ্ট কিছু শব্দাবলী, উপমা, রূপক, প্রভৃতি অলংকার বাক্যের বিশেষ ধরন, চরিত্রের মুখে ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাষার প্রকৃতি প্রভৃতি সবকিছু মিলেই লেখকের স্টাইলের সামগ্রিক রূপচিত্র ধরা পড়ে। কেননা, স্টাইল শুধু ভাষার ব্যাকরণ সম্মত বা বিজ্ঞান সম্মত বিচার-বিশ্লেষণই নয়, তা রচনা ও রচনাকারের মিলিত সামগ্রিক রূপের বহিঃপ্রকাশ।

একজন লেখকের মধ্যে এভাবে একাধিক স্টাইলের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। সমাজ ভাষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে এর কারণ অনুসন্ধান করা যায়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সামাজিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কারণে এক মানুষকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ভাষায় কথা বলতে হয়। যেমন কোন একজন অধ্যাপক তাঁর শিক্ষায়তনে যে ভাষায় ছাত্র-ছাত্রীদের ভাষণ দেবেন, বাড়িতে সে ভাষায় কথা বলেন না, আবার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডার ভাষাও তাঁর আলাদা। তাই বলে ব্যক্তিটি তো বিভিন্ন নয়, একই ব্যক্তি প্রয়োজন অনুসারে, পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেন মাত্র। সেই ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন ভাষা বৈশিষ্ট্য নয়, সামগ্রিক ভাষারূপই তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ভাষাশৈলীর পূর্ণ পরিচয় বাহক। একজন লেখকের ভাষা বিশ্লেষণে এই সামগ্রিকতার বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হয়। ভাষার এই রকমফেরের কারণ হল— সামাজিক সম্পর্ক। এই সামাজিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে শৈলী বা রীতির পরিবর্তন। তাই লেখক পরিস্থিতি অনুযায়ী কোথাও সাধুভাষা, কোথাও মান্য চলিত ভাষা, কোথাও আঞ্চলিক ভাষা (Dialect) কোথাও সমাজ উপভাষার (Sociolect), কোথাও শ্রেণী উপভাষা (Class Dialect), কোথাও ভিন্ন ভাষা থেকে শব্দাবলী ইত্যাদি প্রয়োগ করেন। লেখকের এতসব সাধ্য-সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য পাঠকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন। সেই সংযোগ স্থাপনে স্টাইল বা শৈলী একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম। লেখক তাঁর বক্তব্যকে সুস্পষ্টরূপে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই তাঁর কর্তব্য শেষ।

একজন লেখক তাঁর স্বকীয় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ভাষাশৈলীর রূপ দিয়ে থাকেন। সেই ভাষা শরীরে ভাষারূপই নয়, ব্যক্তি লেখকের বিশেষ মানসপ্রবণতাটিও ধরা পড়ে। আবার ব্যক্তি লেখকের অভিজ্ঞতা ও জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি শৈলীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়। তাই শৈলী ও লেখক ব্যক্তিত্বটি একে অপরের পরিপূরক।

তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলার যে, সাহিত্য যেহেতু ভাষাশ্রয়ী প্রকাশ মাধ্যম, আবার ভাষা যেহেতু সমাজ-সংস্কৃতি বিন্যাসের সঙ্গে যুক্ত, আর সমাজ-সংস্কৃতি যেহেতু সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল, সেহেতু ভাষাশৈলীর সুনির্দিষ্ট কোন সীমারেখা নেই। স্থান-কাল-পাত্র লেখকের বক্তব্য-বিষয় ও মানসিকতা অনুসারে ভাষাশৈলীও পরিবর্তনশীল। সেইভাষা শৈলীর মধ্যে যে ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যগুলি সবচেয়ে আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলি চিহ্নিত করা এবং লেখকের ব্যক্তি লক্ষণ রচনার মধ্যে আবিস্কারের পর রচনায় তা কিভাবে অন্বিষ্ট হয়েছে বা আদৌ হয়েছে কি না তা খুঁজে দেখতে হবে। একথা স্পিৎজার বলেছেন। কোন লেখকের সাহিত্যকৃতির ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ যে বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করতে হয় সেগুলি হল — ১। ধ্বনিগত প্রসঙ্গ (Phonologi

cal Context) ২। রূপতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ (Morphological Context) ৩। বাহ্যিক প্রসঙ্গ (Syntactic Context) ৪। শব্দ বা শব্দার্থগত প্রসঙ্গ (Lexical & Semantic Context) ৫। লেখরীতিগত প্রসঙ্গ (Graphological Context) প্রভৃতি।

এবারে বনফুলের ছোটগল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ করে তাঁর বিশেষ মানস প্রবণতাটি গল্পকথার ভাষাশরীরে কিভাবে প্রকাশ লাভ করে একাত্মতা ঘটিয়েছে তা বিশ্লেষণে অগ্রসর হতে পারি—

'বনফুল' এই নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি ব্যক্তিত্বের ছবি আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে যিনি সংক্ষিপ্ত পরিসরে, মিত বাক্য বিন্যাসে, জ্যা-মুক্ত তীরের গতিতে সংযত, সংহত ভাষায় এক-একটি মহাকাব্যোপম ছোটগল্প রচনা করেছেন। অবশ্য বড় মাপের গল্পও তিনি লিখেছেন, তবে সেখানেও তাঁর শিল্পের সেই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। বনফুল জীবনে বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এক ঋদ্ধিমান লেখক-ব্যক্তিত্ব। পড়াশোনা ও চাকুরি সূত্রে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেরিয়েছেন, বিভিন্ন মানুষের সান্নিধ্যে এসেছেন, তাদের মানসিকতা, ক্রিয়াকলাপ, জীবনযাত্রা শিল্পরসবোধে জারিত করে প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ছিল। তাদের ভাষা-ভঙ্গিমা জীবনবোধ ইত্যাদি রূপায়িত করেছেন তাঁর গল্পে **" বনফুলের বাংলা জলের মতো, তেমনি সহজ আর বহমান,খরটান আছে তবু বোঝা যায় জলের মতন কোনো রং নেই তার, কোনোই রূপ নেই, যখন যে প্রসঙ্গের সংরাগ এসে লাগে তাতেই সে হয়ে ওঠে রঞ্জিত"**[৩] বনফুলের ছোটগল্পের সেই ভাষাশৈলী কিভাবে রূপলাভ করেছে তা তাঁর **'ছোট' 'মাঝারি'** ও **'বড়'**— এই তিন আকৃতির ও বিভিন্ন শ্রেণীর গল্পের আলোচনা করে দেখে নিতে পারি—

প্রথমে 'ছোট' আকৃতির গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে—

ঃ"নিমগাছ" গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণঃ

"নিমগাছ" গল্পটির ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্য সংখ্যা	=	২৯ টি
বাক্যের আয়তন	=	১) হ্রস্ব ২৭ টি
		২) দীর্ঘ২ টি
অনুপাত	=	২৭ : ২

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

	মোট শব্দ সংখ্যা	=	১৭৮ টি
১)	তৎসম শব্দ	=	২৩ টি
	শতকরা হার	=	১২ %
২)	অর্ধ্ব-তৎসম শব্দ	=	১ টি
	শতকরা হার	=	০.৫৬ %
৩)	তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)	=	১৫০
	শতকরা হার	=	৮৪ %
৪)	ইতর শব্দ	=	২ টি
	শতকরা হার	=	১ %
৫)	আরবী-ফার্সী	=	২ টি
	শতকরা হার	=	১ %

গ। গল্পটি ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

১। মান্য চলিত রীতির ব্যবহার।

২। ছোট ছোট সরল বাক্যের ব্যবহার।

৩। সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার ।

৪। অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে দীর্ঘ জটিল বাক্যের সৃষ্টি।

৫। পদাকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি।

৬। অনির্দেশক কর্তার ব্যবহার।

৭।বাক্য গঠন ঃ উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SOV),উদ্দেশ্য + ক্রিয়া + বিধেয় (SVO), বিধেয় + ক্রিয়া (OV), ইত্যাদি। বাক্যাংশগুলির স্পষ্টতা।

৮। সংযত, সংহত ভাষা নির্মাণ।

৯। বিরাম চিহ্ন ঃ পূর্ণচ্ছেদ(।), কমা(,), ড্যাস(—), বিস্ময়বোধক চিহ্ন (!), ডট্ ডট্ চিহ্ন ব্যবহার(. . . . .), বিসর্গ চিহ্নের (ঃ) ব্যবহার।

১০। সিদ্ধান্ত অংশ ও হেতু অংশের বাক্য সৃষ্টি।

১১। উপমা, রূপক অলংকারের ব্যবহার।

১২। অনুগামী শব্দের ব্যবহার।

১৩ । বিপ্রতীপতা সৃষ্টি।

১৪ । লেখক-ব্যক্তিত্বের ছায়াপাত ।

"নিমগাছ" গল্পটির ভাষাশৈলীগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ- বনফুল তাঁর গল্পের শরীর নির্মাণে হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের সুচিন্তিত বিচিত্র বিন্যাস করেছেন। এতে গল্পের অবয়বগত বৈচিত্র্য এসেছে। হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের বিচিত্র সমাবেশে গল্প গতি লাভ করেছে। আমরা হ্রস্ব বাক্যের মধ্যে সেই সব বাক্যকে রেখেছি যার মধ্যে বারো থেকে তেরোটি শব্দ আছে। আর দীর্ঘ বাক্যের মধ্যে সেই সব বাক্যকে রেখেছি যেগুলিতে তেরোটি শব্দের ওপরে আছে। এই গল্পে বনফুল ২৭টি হ্রস্ব বাক্য এবং ২টি দীর্ঘ বাক্যে গল্পের শরীর নির্মাণ করেছেন।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ—

বনফুলের ছোটগল্পে তৎসম শব্দের তুলনায় তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, আঞ্চলিক উপভাষা, সামাজিক শ্রেণী উপভাষা, ইতর শব্দ প্রভৃতির ব্যবহার বেশি লক্ষ্য করা যায়। সন্ধি-সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহারও বনফুলের গল্পে কম। এগল্পে বনফুলের তৎসম, তদ্ভব, দেশী শব্দের ব্যবহার বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন —

খ-১) তৎসম শব্দ — অব্যর্থ, সিদ্ধ, চর্ম, মহৌষধ, যকৃত, প্রশংসা, কবি, কবিরাজ, পঞ্চমুখ, যত্ন, মুগ্ধ, দৃষ্টি, গৃহকর্ম, লক্ষ্মী, নূতন, সুন্দর, নক্ষত্র, স্তূপ, নিপুণা, বিজ্ঞ। ইত্যাদি ।

খ-২) অর্ধ-তৎসম শব্দ — পিষছে।

খ-৩) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত) — ভিতর, ছিঁড়ে, দাঁত, বাঁধিয়ে, ঝাঁক, নীল, দাঁড়িয়ে, দাদ, ডাল, বেগুন, হঠাৎ, আকাশ, সবুজ, ঠক, ফুল, সবুজ, ছাল, শিল, কাঁচা, খোস, হাজা, চুলকানি, কচি, পাতা, খুশি, শান, লোক, থোকা, শিকড়, বাড়ি, দশা। ইত্যাদি ।

খ-৪) ইতর শব্দ — বউটা, গজালে, জন্মানো।

খ-৫) আরবী-ফার্সী — বাহার, সায়র।

গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ—

গ-১) বনফুল তাঁর ছোটগল্পের ভাষাশরীর নির্মাণে সাধু ও চলিত — উভয়রীতির ভাষা ব্যবহার করলেও 'নিমগাছ' গল্পটিতে 'মান্য চলিত' (Standard Coloqual Language) রীতি ব্যবহার করেছেন। তবে সেই চলিত ভাষা মৌখিক বা কথ্য রীতির এত কাছাকাছি যে তা যেন মুখের ভাষা হয়ে উঠেছে। যেমন—

১। 'কেউ ডালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।'

২। 'পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ।'

৩। 'কেউবা ভাজছে গরম তেলে।'

৪। 'খোস দাদ হাজা চুলকানিতে লাগাবে।'

৫। 'চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।'

৬। 'কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।'

৭। 'এমনি কাঁচাই..... '

৮। 'কিংবা ভেজে বেগুন সহযোগে।'

৯। 'যকৃতের পক্ষে ভারি উপকার।'

১০। 'কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোকে...দাঁত ভাল থাকে।'

১১। 'কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

১২। 'বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি হ'ন।'

১৩। 'বলে— নিমের হাওয়া ভালো, থাক, কেটো না।'

১৪। 'কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।'

১৫। 'আবর্জনা জমে এসে চারিদিকে।'

১৬। 'শান দিয়ে বাঁধিয়ে দেয় কেউ— সে আর এক আবর্জনা।'

১৭। 'ওদের বাড়ির গৃহকর্ম নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এক দশা।'

গ-২)'নিমগাছ' গল্পটি যেন গল্প নয়, গদ্য কবিতা। কবিতাকারে ছোট ছোট সরল বাক্যে গল্পটির ভাষা বুনোট। যেমন—

ক) 'কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।'

খ) 'পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ।'

গ) 'হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরনের লোক এল।'

ঘ) 'নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়।' —— ইত্যাদি।

গ-৩) আবার 'কিন্তু' এই সংযোগমূলক অব্যয়টি দিয়ে দু'টি বাক্যকে যুক্ত করে যৌগিক বাক্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন—

১। 'নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না।'

২। 'কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।'

গ-৪) অসমাপিকা ক্রিয়াকে যুক্ত করে করে দীর্ঘ জটিল বাক্য তৈরিও বনফুলের ভাষাশৈলীর একটি লক্ষণ, যা 'নিমগাছ' গল্পে লভ্য। যেমন— 'ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।'

গ-৫) এছাড়া প্রত্যেকটি বাক্যের মধ্যে পদাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে গল্পের পরিণতির দিকে যাত্রা করা অথচ বক্তব্য বিষয়কে এতটুকুও গৌণ না হতে দেওয়া বনফুলের ছোটগল্পের ভাষাশৈলীর বৈশিষ্ট্য, যা 'নিমগাছ' গল্পে উপস্থিত।

গ-৬) অনির্দেশক কর্তার ব্যবহার করা হয়েছে কোন কোন বাক্যে। যেমন— 'কেউ' 'কেউবা'।

এতে বক্তব্যের ব্যাপ্তি ঘটেছে।

গ-৭) বনফুলের বাক্য গঠন বিবিধ প্রকার। কোন বাক্যে উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SOV) বা উদ্দেশ্য + ক্রিয়া + বিধেয় (SVO) ইত্যাদি ধরনের। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা বাক্য গঠন করা হয়েছে 'কিন্তু' সংযোগমূলক অব্যয় দিয়ে। যেমন—

১) 'কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।'

২) 'হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরনের লোক এল।'

৩) 'কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

৪) 'নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়।'

৫) 'কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।' — ইত্যাদি

গ-৮) সংযত, সংহত, নির্মেদ ভাষা নির্মাণ ও গল্প গঠন বনফুলের আরেকটি ভাষাশৈলীর বৈশিষ্ট্য, যা এগল্পে দেখা যায়।

গ-৯) কমা (,), ড্যাস (—), ডট্ ডট্ (....), বিস্ময়বোধক চিহ্ন (!) প্রভৃতির যথাযথ ব্যবহার গল্পের ভাববস্তুকে ভাবান্তরে সঞ্চারিত করে। বনফুলের ছোটগল্পে এই যতিচিহ্নের ব্যবহার ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'নিমগাছ' গল্পের ভাষাশরীর নির্মাণে ড্যাস (—), ডট্ ডট্ চিহ্নের (....) বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন —

১। 'বলে উঠিল, —বাঃ, কি সুন্দর পাতাগুলি, ...কি রূপ!',

২। 'কবি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।'

৩। 'এমনি কাঁচাই.....'

৪। 'শান দিয়ে বাঁধিয়ে দেয় কেউ— সে আর এক আবর্জনা।'

গ-১০) এ গল্পে এমন বাক্য পাই যার স্পষ্টত দুটি অংশ— একটি সিদ্ধান্ত অংশ, শেষেরটি হেতু অংশ। যেমন—

১। 'কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কতলোক.....দাঁত ভাল থাকে।'

২। 'বলে—নিমের হাওয়া ভাল, থাক, কেটো না।'

গ-১১) 'নিমগাছ' গল্পে রূপক, উপমা অলংকারের ব্যবহার লেখকের বক্তব্য-বিষয়কে আরো স্পষ্ট, ভাব গভীরতা দিয়েছে। যেমন—

রূপক ঃ 'নিমগাছ আর গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটি' গল্পের শেষে অভিন্ন হয়ে গেছে।

উপমা ঃ ১। 'থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার .....এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে।'

গ-১২) বনফুল এগল্পে একটি অনুগামী শব্দ ব্যবহার করেছেন। সেটি হল —— 'থোকা থোকা'।

গ-১৩) গল্পের মধ্যে বিপ্রতীপতা বা বিরূদ্ধভাব সৃষ্টির জন্য বনফুল উপযুক্ত ভাষা ও পরিবেশ

রচনা করেন। 'নিমগাছ' গল্পে সাংসারিক প্রয়োজনে নিমগাছের ছাল, পাতা, ডালের ব্যবহারে নিমগাছের অত্যাচারের চিত্রের পাশাপাশি এমন এক চরিত্রের আমদানি করলেন যে 'কবিরাজ নয়, কবি।' সে 'মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু। বলে উঠল— বাঃ, কি সুন্দর পাতাগুলি..... কি রূপ! থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার।' নিমগাছটির ইচ্ছে করল লোকটার সঙ্গে চলে যায়, কিন্তু পারল না। কারণ তার 'মাটির ভেতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে।'গল্পের মধ্যে বিপ্রতীপতা বা বিরূদ্ধভাব সৃষ্টির জন্য বনফুল উপযুক্ত ভাষা ও পরিবেশ রচনা করেন। 'নিমগাছ' গল্পে সাংসারিক প্রয়োজনে নিমগাছের ছাল, পাতা, ডালের ব্যবহারে নিমগাছের অত্যাচারের চিত্রের পাশাপাশি এমন এক চরিত্রের আমদানি করলেন যে 'কবিরাজ নয়, কবি।' সে 'মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু। বলে উঠল— বাঃ, কি সুন্দর পাতাগুলি..... কি রূপ! থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার।' নিমগাছটির ইচ্ছে করল লোকটার সঙ্গে চলে যায়, কিন্তু পারল না। কারণ তার 'মাটির ভেতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে।' এভাবে কবিরাজের সঙ্গে কবি চরিত্রের আমদানিতে বিরুদ্ধভাব সৃষ্টি হয়েছে।

গ–১৪) কোন সাহিত্যকৃতির ভাষাশৈলী বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে লেখকের ব্যক্তিত্ব ও রচনার অভিপ্রায়টি ধরা পড়ে। কেননা, লেখক সুচিন্তিত ভাষাকে আশ্রয় করেই তাঁর সাহিত্য রচনা করেন। বনফুলের গল্পগুলির ভাষাশৈলী অন্বেষণেও আমরা শিল্পী বনফুল ও ব্যক্তি বনফুলের মানস প্রবণতা অনুধাবন করতে পারি। বনফুল যে অত্যন্ত সংযত ব্যক্তিত্বের অধিকারী, অথচ নিরহংকারী, তা তাঁর নিরহংকার সাদামাটা কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির ব্যবহারেই বোঝা যায়। বিষয় নির্বাচনেও বনফুলের নিরহংকার অথচ দৃপ্ত মানসিকতাটি ধরা পড়ে। **"গল্পমাত্রেরই একটা না একটা পয়েন্ট থাকে। সেটা খুবই সূক্ষ্ম। সমস্ত গল্পটাই সেই পয়েন্টটুকুর জন্যেই তাৎপর্যবান। সেটুকু বাদ গেলে গল্প ঠিক ওতরায় না । বনফুলের বহু গল্প এই পয়েন্টেড কনক্লুশনের রসোত্তীর্ণ উদাহরণ। তাঁর ভাষা এ কাজে সাহায্য করেছে।"**[৪] বনফুল মনে করতেন, কোন গভীর কথা বলা জন্য কঠিন বিষয় নির্বাচনের প্রয়োজন হয় না, অনেক সহজ–সাধারণ বিষয় দিয়েও গভীর জীবনভাবনাকে রূপ দেওয়া যায়, **'ইহার জন্য রাম বা রাবণ হইবার প্রয়োজন নাই।'**[৫]

"বুধনী" গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

"বুধনী" গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্য সংখ্যা		=	৫১ টি
বাক্যের আয়তন =	১) দীর্ঘ	=	১৩ টি
	২) হ্রস্ব	=	৩৮ টি
	৩) অনুপাত	=	১৩:৩৮

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

	মোট শব্দ সংখ্যা	=	৪৯৫ টি
১)	তৎসম শব্দ	=	১৪৯ টি
	শতকরা হার	=	৩০ %
২)	তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)	=	৩৩৮ টি
	শতকরা হার	=	৬৮ %
৩)	ইংরেজি শব্দ	=	১ টি
	শতকরা হার	=	০.২০%
৪)	আরবী-ফার্সী শব্দ	=	৭ টি
	শতকরা হার	=	১ %

গ। গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

১। সাধু ভাষারীতির ব্যবহার

২। বাক্য গঠন ঃ কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV), কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া (OSV), কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম (SVO), ইত্যাদি।

বাক্যাংশের স্পষ্টতা।

৩। ছোট ছোট সরল বাক্যের পাশাপাশি দীর্ঘ জটিল বাক্যের ব্যবহার।

৪। উপমার প্রয়োগ।

৫। প্রতীকের ব্যবহার।

৬। ফ্ল্যাস্ ব্যাক্ পদ্ধতির প্রয়োগ।

৭। বিপ্রতীপতা।

৮। অনুকার শব্দের ব্যবহার।

৯। লেখকের অঙ্গীকৃত হওয়া।
১০। ক্রিয়ার রূপ ঃ সমাপিকা, অসমাপিকা, যৌগিক।
১১। কার্য-কারণ সম্পর্কে বাক্য গঠন।

"বুধ্‌নী" গল্পের ভাষাশৈলীগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ-

'বুধ্‌নী' গল্পে বনফুল হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এগল্পে তেরোটি দীর্ঘ বাক্য ও আটত্রিশটি হ্রস্ব বাক্য রয়েছে।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ-বনফুল এ গল্পে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন তা হল—
খ-১) তৎসম শব্দ—সহিত, তৈল, শিখা, মঙ্গলার্থে, বহির্ভূত, চক্ষে, কণ্ঠে, ক্রমাগত, পার্বত্য, প্রদেশে, সন্ধান, নৃশংস ইত্যাদি।
খ-২) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)—সিঁদুর, ফুৎকারে, পুরাই, সলিতা, ফাঁসি, মাথা, মিনতি, গাছ ইত্যাদি।
খ-৩) ইংরেজি শব্দ—ড্রইংরুম।
খ-৪) আরবী-ফার্সী—গোলা, সড়কি, আদবকায়দা ইত্যাদি।
গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ-
গ-১) 'বুধ্‌নী' গল্পে বনফুল সাধু ভাষারীতি অনুসরণ করেছেন। তবে সে ভাষারীতি তত তৎসম শব্দগন্ধী নয়। মূলতঃ সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে দীর্ঘরূপ রেখে সেই সাধুভাষা রীতির শৈলী নির্মিত। তবে বিষয়বস্তুর অনুরোধে কোন কোন গল্পের কোন কোন অনুচ্ছেদে তৎসম শব্দ ব্যবহারের বাহুল্য যে নেই তা বলা সমীচীন হবে না। যেমন—"যাহারা গুহা-নিবাসী সুপ্ত শার্দুলকে ভল্লের আঘাতে হনন করে, মৃগের সঙ্গে ছুটিয়া পাল্লা দেয়, উত্তুঙ্গ পাহাড়ে অহরহ অবলীলাক্রমে ওঠে নামে, পূর্ণিমা নিশিতে মহুয়ার মদে আনন্দের স্রোত বহাইয়া দেয়—তাহাদের প্রণয়লীলা কল্পনা করার দুঃসাহস আমার নাই।"— ইত্যাদি।
গ-২) এগল্পের বাক্য নির্মিতিতে বনফুল বিভিন্নভাবে বাক্য বিন্যাস করেছেন। যেমন— কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV), কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম (SVO), কর্ম-ক্রিয়া-কর্তা (OVS) প্রভৃতি ধরনের। নমুনা—

১। 'বুধ্‌নী তাহার স্ত্রীর নাম।'
২। 'বিল্টুর ফাঁসি দেখিতে গিয়াছিলাম।'

৩। 'হাজারীবাগের পার্বত্য প্রদেশে ইহাদের বাস।'—ইত্যাদি।

গ-৩) বনফুল তাঁর গল্পের ভাষাশরীরে একাধিক ছোট ছোট সরল বাক্যের পাশাপাশি একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে দীর্ঘ জটিল বাক্যে তৈরি করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন—

হ্রস্ব বাক্য ঃ ১। 'বুধ্নী তাহার স্ত্রীর নাম।'

২। 'তাহার পর সেই বাঞ্ছিত দিবস আসিল।'

৩। 'সহসা একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল।

৪। 'বুধনী এক সন্তান প্রসব করিল।'

৫। 'অসহায় ক্ষুদ্র এক মানব শিশু।' —ইত্যাদি।

দীর্ঘ বাক্য.ঃ

১। 'জীবনের সহিত যদি প্রদীপের উপমাটা দেওয়া যায় তাহা হইলে বিল্টুর জীবন প্রদীপের তৈল নিঃশেষ প্রায় হইয়াছে— একথা কিছুতেই বলা চলিবে না।'

২। 'যাহারা গুহা-নিবাসী সুপ্ত শার্দুলকে ভল্লের আঘাতে হনন করে, মৃগের সঙ্গে ছুটিয়া পাল্লা দেয়, উত্তুঙ্গ পাহাড়ে অহরহ অবলীলাক্রমে ওঠে নামে, পূর্ণিমা নিশীথে মহুয়ার মদে আনন্দের স্রোত বহাইয়া দেয়—তাহাদের প্রণয়লীলা কল্পনা করার দুঃসাহস আমার নাই।' —ইত্যাদি।

গ-৪) গল্পের ভাষাশরীরে উপমার প্রয়োগ বনফুলের ভাষাশৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল উপমার প্রয়োগ করেছেন। যেমন —'জীবনের সহিত যদি প্রদীপের উপমা দেওয়া যায় তাহা হইলে বিল্টুর জীবন-প্রদীপের তৈল.....।'

উপমা অলংকার প্রয়োগের পাশাপাশি অনুপ্রাস অলংকারের ব্যবহারও বনফুলের গল্পে লক্ষ্য করা যায়। যেমন— 'নিকষ কালো-কৃশাঙ্গী কিশোরী বুধ্নী।' এই বাক্যটি বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকারের একটি নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করা যায়। যেহেতু এখানে 'ক' বর্ণটি বিযুক্ত ভাবে চার বার আবর্তিত হয়েছে (বৃত্যনুপ্রাসে একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের যুক্ত বা বিযুক্ত ভাবে কমপক্ষে তিনবার আবর্তন আবশ্যক)।

গ-৫) অলংকার প্রয়োগের পাশাপাশি প্রতীকের ব্যবহার বনফুলের গল্পের ভাষাশৈলীর আর একটি বৈশিষ্ট্য। এগল্পে 'বুধনীর খোঁপায় টকটকে লাল পলাশ ফুল' যৌনতা ও আকর্ষণের প্রতীক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে। আর বিল্টুর হাতের 'বাঁশের বাঁশি' তাঁর প্রেমিক মনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

গ-৬) বনফুলের ছোটগল্পের ভাষাশৈলী নির্মাণের একটি বিশিষ্ট কৌশল হল 'ফ্ল্যাস্ ব্যাক্' পদ্ধতির প্রয়োগ। এই 'ফ্ল্যাস্ ব্যাক্' পদ্ধতিতে গল্পের প্রথমেই উপসংহারের বর্ণনা থাকে। তারপর মূল কাহিনীতে ঘটনা বিস্তারে সেই প্রথমে বর্ণিত কাহিনীর পরিণামের কারণ বর্ণনা করা হয়। এগল্পেও বনফুল প্রথমে বিল্টুর ফাঁসির খবর দিয়েছেন, তারপর বিল্টু ও বুধ্নীর জীবন কথা বর্ণনা করেছেন। তারপর বিল্টুর কেন ফাঁসি হল তা নির্দেশ করেছেন।

গ-৭) বিপ্রতীপতা বনফুলের ছোটগল্পের ভাষাশরীরের একটি বিশিষ্ট শৈলী। অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল বিপ্রতীপতা সৃষ্টি করেছেন। এই বিপ্রতীপতা সৃষ্টি হয়েছে বুধ্‌নীর সন্তান হওয়া ও বিল্‌টুর তাকে হত্যা করার মধ্যে।

গ-৮) গল্পে অনুকার শব্দের ব্যবহার বনফুলের ভাষাশৈলীর একটি দিক। বনফুলের অন্যান্য গল্পের মত এগল্পে অনুকার শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। 'বুধ্‌নীর খোঁপায় টকটকে লাল পলাশ ফুল'

গ-৯) গল্পে সর্বজ্ঞ গল্পকথক তথা লেখকের অঙ্গীকৃত হওয়া একটি বিশিষ্ট শৈলী। বনফুল অন্যান্য গল্পের মত এগল্পে নিজেকে একীভূত করেছেন। যেমন— 'আমি ড্রইংরুম-বিহারী সভ্যলোক, বর্বর বন্যদম্পতির আদবকায়দা আমার জানা নাই।'

গ-১০) সমাপিকা ক্রিয়া—'হাজারীবাগের পার্বত্য প্রদেশে ইহাদের বাস।', 'বুধ্‌নী তাহার স্ত্রীর নাম।' ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়া—'তাহার পর সেই বাঞ্ছিত দিবস আসিল।', 'সহসা একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল।' ইত্যাদি।

যৌগিক ক্রিয়া—'ভীত মিনতিভরা কণ্ঠে সে ক্রমাগত চেঁচাইয়া চলিয়াছে।' ইত্যাদি।

গ-১১) বনফুল অন্যান্য গল্পের মতো এ গল্পেও কার্য-কারণ সম্পর্কে বাক্য গঠন করেছেন। যেমন—"জীবনের সহিত যদি প্রদীপের উপমাটা দেওয়া যায় তাহা হইলে বিল্‌টুর জীবন-প্রদীপের তৈল নিঃশেষপ্রায় হইয়াছে—এ-কথা কিছুতেই বলা চলিবে না। কারণ বিল্‌টুর জীবন-প্রদীপের তৈল পুরাই আছে, সলিতাও ঠিক আছে, শিখাও উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে।"—ইত্যাদি।

"ক্যান্‌ভাসার" গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

"ক্যান্‌ভাসার" গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্য সংখ্যা			=	৭৩ টি
বাক্যের আয়তন =	১)	দীর্ঘ	=	৫ টি
	২)	হ্রস্ব	=	৬৮ টি
		অনুপাত	=	৫ : ৬৮

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

মোট শব্দ সংখ্যা		=	৫৭৬ টি
১)	তৎসম শব্দ	=	৬৮ টি
	শতকরা হার	=	১২ %
২)	অর্ধ্ব-তৎসম শব্দ	=	১ টি
	শতকরা হার	=	০.১৭%
৩)	তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)	=	৪৮৫ টি
	শতকরা হার	=	৮৪ %
৪)	আরবী-ফার্সী	=	১৩ টি
	শতকরা হার	=	৩ %
৫)	ইংরেজি শব্দ	=	৯ টি
	শতকরা হার	=	২ %

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

১। সাধু ও চলিত — উভয় ভাষারীতি অনুসৃত।
২। বাক্য গঠন ঃ কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV), কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম (SVO), কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া (OSV) ইত্যাদি। বাক্যাংশগুলি স্পষ্ট।
৩। সক্রিয় কর্তার ব্যবহার।
৪। শব্দ বিচ্যুতি (Word Deviation)।
৫। ধ্বন্যাত্মক, অনুকার, অনুগামী শব্দের ব্যবহার।
৬। বাক্যগঠনে ইংরেজি শব্দের প্রভাব।
৭। বিপ্রতীপতা।
৮। কার্য-কারণ সূত্রে কাহিনী বিশ্লেষণ।
৯। উপমা অলংকারের প্রয়োগ।
১০। বাগ্‌ধারার প্রয়োগ।
১১। ক্রিয়া রূপ ঃ সমাপিকা, অসমাপিকা, যৌগিক।

ক্যান্‌ভাসার" গল্পের ভাষাশৈলীগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ—বনফুল এ গল্পে ৭৩টি হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের সন্নিবেশ করেছেন। হ্রস্ব বাক্যের সংখ্যা ৬৮টি এবং দীর্ঘ বাক্যের সংখ্যা ৫টি ।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ—বনফুল এ গল্পে বিভিন্ন শ্রেণীর যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন তা হল—

খ–১) তৎসম শব্দ—প্রচণ্ড, গণ্ডদেশ, গ্রাসাচ্ছাদন,কলহ, বাক্য, স্ফুলিঙ্গ, মূল, শৌখিন, দন্ত, সুন্দর ইত্যাদি।

খ–২) অর্ধ-তৎসম শব্দ—উচ্ছন্ন।

খ–৩) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)—কাণ্ড, শখ, শাড়ি, হঠাৎ, দাঁতন, মাজন, গোঁফ, ছেলে, গাঁ, কচু, ঢের ইত্যাদি।

খ–৪) আরবী-ফার্সী—বাবুয়ানি, দুনিয়া, বুজরুকি, গরিব ইত্যাদি।

খ–৫) ইংরেজি শব্দ—সুটকেশ, ট্রেন, ওভারক্যারেড, বিজনেস ইত্যাদি।

গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ-

গ–১) "ক্যান্‌ভাসার" গল্পের শরীর নির্মাণে বনফুল সাধু ও চলিত— উভয় রীতি অনুসরণ করেছেন। বিবৃতি অংশে সাধু ভাষা এবং প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন— "স্তম্ভিত ভৈরব তাহার কালো কুচকুচে গোঁফ-জোড়াটার পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া হীরালাল একটু হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটাও । ভাল কলপও আমি রাখি। নেবেন? কেন মার-ধোর করছেন মশাই? গরিব মানুষ—এই করে কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাই।" ইত্যাদি ।

গ–২) 'ক্যান্‌ভাসার' গল্পের বাক্য গঠন বিবিধ প্রকারের। যথা—

১। 'কলহের মূল কারণ অবশ্য কাত্যয়ণী।' (OS)

২। 'হীরালাল সুন্দর দন্তগুলি বিকশিত করিয়া আর একবার হাসিল।' (SOV)

৩। 'নিমের দাঁতনটা চিবাইতে চিবাইতে ভৈরব বলিল কচু—' (SVO) ইত্যাদি।

গ–৩) বনফুলের গল্পে সক্রিয় কর্তার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এগল্পেও তার নমুনা আছে। যেমন— 'ভৈরব ছুটিয়া গিয়া হীরালালের গণ্ডদেশে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিল !', 'ভৈরব নিমগাছটার একটা ডাল নোয়াইয়া মটাস্ করিয়া একটা দাঁতন ভাঙিল।' ইত্যাদি ।

গ–৪) শব্দ বিচ্যুতি (Word Deviation) লেখকের একটি বিশেষ ভাষাশৈলী। বনফুলের গল্পের শব্দবিচ্যুতি তাঁকে বিশেষভাবে চেনায়। এই শব্দ বিচ্যুতি আবার অর্থ বিচ্যুতি ঘটাতে সাহায্য করে। যার ফলে বিচ্যুত শব্দটি ব্যঞ্জিত অর্থ নিয়ে হাজির হয়। যেমন— এগল্পের 'কচু' 'খাসা' 'মিঞা' শব্দগুলি।

গ–৫) বনফুলের গল্পলেখার ধরনটি হল কথকতার। সে কারণে তাঁর গল্পে কথ্যভঙ্গি আনয়নে

প্রচুর ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ, অনুগামী শব্দ পাই। এগল্পেও এ ধরনের কিছু শব্দ আছে। যেমন— 'বিলাস-লালসা', 'ঝক্‌ঝকে' 'হন্‌হন্' 'মাজন-ফাজন' 'মার-ধর' 'কষ্টে-সৃষ্টে'।

গ-৬) বনফুলের গল্পের ভাষাশৈলীর একটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য বাক্যগঠনে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার। অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

১। 'ক্যান্‌ভাসার হীরালাল।'

২। '.....কিন্তু ট্রেনে ঘুমাইয়া পড়াতে বেচারা 'অভারক্যারেড' হইয়া এই পল্লীগ্রামে নীত হইয়াছে।'

৩। 'সন্ধার আগে ফিরিবার ট্রেন নাই।'

৪। 'যদি কিছু বিজনেস হয় এই আসায় বেচারা দুপুরে রোদেও চতুর্দিকটা একবার ঘুরিয়া দেখিতেছে।'

গ-৭) বনফুলের অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বিপ্রতীপতা সৃষ্টি হয়েছে। ক্যান্‌ভাসার হীরালালের প্রসঙ্গে ভৈরবের ভাবনার মধ্যে এই বিপ্রতীপতা বিদ্যমান। যে হীরালালকে ভৈরব জুয়াচোর ভেবেছিলেন, শেষে তিনি জানতে পারলেন যে ক্যান্‌ভাসারের উপযুক্ত ছেলেটি মারা যাওয়ায় বুড়ো বয়সে পেট-চালানোর তাগিদে তার এই ক্যান্‌ভাসারি। তাই যে ভৈরব প্রচণ্ড রেগে গিয়ে হীরালালের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করলেন, তিনি নির্বাক হতবম্ব হয়ে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত এক কৌটা মাজন কিনলেন।

গ-৮) বনফুলের গল্পের একটি বিশেষ শৈলী হ'ল— কার্য-কারণ সূত্রে কাহিনী বিশ্লেষণ। এগল্পের প্রথম বাক্যে বনফুল জানিয়ে দিচ্ছেন—

"কলহের মূল কারণ অবশ্য কাত্যায়ণী।

কাত্যায়ণীর বাক্যস্ফুলিঙ্গ যখন ভৈরবের চিত্ত-বারুদে নিপতিত হইয়া অন্তর্বিপ্লব ঘটাইতেছিল, সে সময়টিতেই ক্যান্‌ভাসার হীরালালের সহিত যদি ভৈরবের দেখা না হইত এই কাণ্ডটি ঘটিত না।"—এর পর বনফুল সেই 'কাণ্ড' ঘটার কারণ বিশ্লেষণ করলেন।

গ-৯) বনফুলের গল্পের একটি বৈশিষ্ট্য হল বিবিধ অলংকারের প্রয়োগ। এগল্পে বনফুল একটি উপমা অলংকার প্রয়োগ করেছেন। সেটি হ'ল— '....ভৈরবের চিত্ত-বারুদে নিপতিত হইয়া ....।'

গ-১০) বনফুলের গল্পের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল বাগধারার প্রয়োগ। এগল্পেও ভৈরবের অর্থাভাবপ্রযুক্ত শৌখিন শাড়ি কেনার অসামর্থের প্রসঙ্গে কাত্যায়ণীর মুখ দিয়ে দুটি বাগ্‌ধারা নিজের মত করে ব্যবহার করেছেন—

১। 'যার হাই তুলতে চোয়ালে খিল্ ধরে তার আবার বন্দুক ঘাড়ে করতে যাওয়া কেন?'

২। 'এক কড়ার মুরোদ নেই, বিয়ে করতে যাওয়া কেন তার?'

গ-১১) বনফুল এ গল্পে সমাপিকা, অসামাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। যেমন— 'বেকার ভৈরব অর্থাভাবপ্রযুক্ত সে শখ মিটাইতে পারে নাই। (সমাপিকা ক্রিয়া), 'বলিয়া সে

নির্বিকারভাবে দাঁতন ঘষিতে লাগিল।' (যৌগিক ক্রিয়া), 'মুখে মৃদু হাসি' (অসমাপিকা ক্রিয়া), ইত্যাদি।

"অজান্তে" গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

"অজান্তে" গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্যের সংখ্যা			=	২৭ টি
বাক্যের আয়তন =	১)	হ্রস্ব	=	২৮ টি
	২)	দীর্ঘ	=	১ টি
		অনুপাত	=	২৮ : ১

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

	মোট শব্দ সংখ্যা	=	২২৭ টি
১)	তৎসম শব্দ	=	১৭ টি
	শতকরা হার	=	৮ %
২)	তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)	=	১৯২ টি
	শতকরা হার	=	৮৫ %
৩)	ইংরেজি শব্দ	=	৩ টি
	শতকরা হার	=	১ %
৪)	আরবী-ফার্সী	=	১২ টি
	শতকরা হার	=	৫ %
৫)	ইতর শব্দ	=	৩ টি
	শতকরা হার	=	১ %

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

১। চলিত ভাষা রীতির ব্যবহার।
২। বাক্যগঠনে ইংরেজি শব্দের প্রভাব।
৩। শব্দগত বিচ্যুতি (Word Deviation)।
৪। সন্ধি সমাসবদ্ধপদ যথাসম্ভব পরিহার।
৫। অনুগামী শব্দের ব্যবহার।
৬। ইতর শব্দের ব্যবহার।
৭। সম্বোধন পদের ব্যবহার।
৮। অধিবাক্যের (Surface Sentence) ব্যবহার।
৯। বিপ্রতীপতা সৃষ্টি।
১০। পদাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি।
১১। ক্রিয়াপদের রূপ ঃ সমাপিকা, অসমাপিকা, যৌগিক।
১২। বিরাম চিহ্নের ভাব অনুযায়ী ব্যবহার।
১৩। রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।
১৪। বাক্য গঠন ঃ উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SOV),বিধেয়+উদ্দেশ্য+ক্রিয়া (OSV), ইত্যাদি। বাক্যাংশগুলির স্পষ্টতা।

'অজান্তে' গল্পের ভাষাশৈলীগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ-

বনফুল 'অজান্তে' গল্পের শরীর নির্মাণে ২৭টি বাক্য ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে ২৮টি হ্রস্ব বাক্য এবং একটি দীর্ঘ বাক্য।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ-বনফুল গল্পে তৎসম শব্দের তুলনায় তদ্ভব, দেশী, ইংরেজি, হিন্দি প্রভৃতি শব্দই বেশি ব্যবহার করেন। এগল্পেও তার নমুনা আছে। তবে এগল্পে হিন্দি শব্দের নমুনা নেই।

খ-১) তৎসম শব্দ— 'আরম্ভ', 'বৃষ্টি', 'অন্ধকার', 'অন্যমনস্ক', 'উপক্রম', 'সর্বাঙ্গ', 'অন্ধ' ইত্যাদি।
খ-২) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)—'দাঁড়াতে', 'কাঁপছে', 'মার', 'বোবা' 'খুঁজে' 'বগলে', 'গলি', 'হঠাৎ', 'লাথি', 'কাতর', 'মুখ' ইত্যাদি।

খ-৩) ইংরেজি শব্দ—রাস্কেল, অফিস্ ইত্যাদি।

খ-৪) আরবী-ফার্সী—'অফিস', 'গোলমাল', 'বেচারি' 'মাপ' 'বোবা' ইত্যাদি।

খ-৫) ইতর শব্দ—'শুয়ার', 'বডিস্' ইত্যাদি।

গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ-

গ-১) বনফুল তাঁর 'ছোট' আকৃতির বেশিরভাগ গল্পে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। এগল্পেও বনফুল কথ্য চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে সে ভাষা মৌখিক ভাষার খুব কাছাকাছি। যেমন—

১। 'সেদিন অফিসে মাইনে পেয়েছি।'

২। 'এ-দোকান সে-দোকান খুঁজে জামা কিনতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল।'

৩। 'বেচারি অনেক দিন থেকেই বলছে।'

৪। 'এমন সময় হঠাৎ একটা লোক ঘাড়ে এসে পড়ল।'

৫। 'মারলাম এক লাথি।'

৬। 'রাস্তা দেখে চলতে পার না শুয়ার।'

৭। 'রাস্কেলটা আমার এত টাকার জামাটা মাটি করে দিলে।' — ইত্যাদি।

গ-২) এগল্পে বনফুল এমন দু'-একটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন যার মধ্যে দিয়ে সংকীর্ণমনা মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী মানুষদের রিরংসার মানসিকতা ফুটে উঠেছে। যেমন—

১। 'বাড়ি ফেরার পথে ভাবলাম 'ওর' জন্য একটা 'বডিস্' নিয়ে যাই।'

২। 'রাস্কেলটা আমার এত টাকার জামাটা মাটি করে দিলে।'

গ-৩) শব্দের বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ যে শুধু লেখকের মানসিকতাকে বুঝতে সাহায্য করে তা নয়, তা যুগ প্রবণতারও দ্যোতক হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীর বিশ্বযুদ্ধোত্তর অবক্ষয়িত মূল্যবোধের পরিচায়ক হিসেবে পরিগণিত হতে পারে এই শব্দগুলো। আবার এই শব্দ বিচ্যুতি (Word Deviation) থেকে লেখকের স্বাতন্ত্র্যও চিহ্নিত হয়, এক লেখক অন্য লেখক থেকে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন এ গল্পের— 'শুয়ার', 'রাস্কেল', 'বডিস্' শব্দগুলি বনফুলের বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করেছে।

গ-৪) বনফুল গল্পে যতটা সম্ভব সন্ধি-সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার এড়িয়ে চলতেন। সহজ সরল কথ্য ভাষায় গল্পের ভাষাশরীর নির্মাণ করতেন। গোটা 'অজান্তে' গল্পে একটি মাত্র সন্ধিবদ্ধ পদ ব্যবহার করেছেন বনফুল। যেমন—'সর্বাঙ্গ'।

গ-৫) বনফুলের প্রায় সব গল্পেই অনুকার শব্দ, অনুগামী শব্দ, ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এসব শব্দের ব্যবহারে পরিবেশ-পরিস্থিতি-অবস্থা আরো স্পষ্ট ও মূর্ত হয়ে ওঠে। এগল্পের দু'একটি অনুগামী শব্দের ব্যবহার করেছেন বনফুল। যেমন— 'মাখামাখি' 'গা-ময়' 'গোলমাল'

ইত্যাদি।

গ-৬) এছাড়া আছে দু'একটি ইতর শব্দের ব্যবহার। যেমন— 'শুয়ার', 'রাস্কেল'।

গ-৭) এগল্পে সম্বোধন পদের যে ব্যবহার বনফুল করেছেন তাও পাত্র-পাত্রীর মানসিক পরিস্থিতি ও অবস্থা ব্যাখ্যায় যথাযথ হয়েছে। 'ও' 'ওর' 'বেচারি' 'বেচারা' এই সম্বন্ধসূচক পদগুলি এগল্পে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—গল্পের নায়কের কাছে তার স্ত্রী 'বডিস্' কেনার জন্য বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও যে তা সে পায় নি, তা বোঝানোর জন্য 'বেচারি', আবার অসহায় ভিখারির অবস্থা বোঝাতে গিয়ে ব্যবহার করেছেন 'বেচারা'।

গ-৮) বনফুলের গল্পে অধিবাক্যটি (Surface Sentence) সমগ্র গল্পের দেহ গঠনে বড় ভূমিকা পালন করে প্রায়ই। এগল্পেও তা উপস্থিত। এ গল্পের অধিবাক্যটি হল 'আনন্দ'। এই আনন্দের কারণ বুঝতে হলে পূর্বের ঘটনাক্রমকে বুঝতে হয়। এই আনন্দের কারণ, গল্পের নায়কের আজ মাইনে হয়েছে। স্ত্রীর বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত 'বডিস্' সে কিনে তাকে উপহার দিবে, তাতে উভয়ের আনন্দের ফোয়ারা ঝরবে।

গ-৯) বিপ্রতীপতা কোন কোন শিল্পীর বিশেষ লক্ষণরূপে বিবেচিত হতে পারে। বনফুলের গল্পের একটি বড় বৈশিষ্ট্য এই বিপ্রতীপতা সৃষ্টি। সমান্তরলতার (Parallelism) ও বিপ্রতীপতার (Inversion) মধ্য দিয়ে কাহিনী এগিয়েছে এগল্পে। মাইনে পেয়ে গল্পের নায়ক তার স্ত্রীর জন্য 'বডিস্' বা অন্তর্বাস কিনলেন। বাড়ি গিয়ে তাকে উপহার দেবেন। কিন্তু জামাটি কেনা হলেও বৃষ্টির জন্য তাকে থামতে হল। বৃষ্টি থামার পর গলির ভিতর দিয়ে চলতে শুরু করলেন, অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে 'এমন সময় হঠাৎ একটা লোক ঘাড়ে এসে পড়ল।' রাগের মাথায় লোকটিকে মারলেন এক লাথি, পরে জানলেন লোকটি এক অন্ধ বোবা ভিখারি।

গ-১০) এভাবে সমান্তরলতা ও বিপ্রতীপতার মধ্য দিয়ে গল্পের ভাব গঠনে বাক্যগুলির মধ্যে একটি পদাকাঙ্ক্ষা (Ellipsis) তৈরি হয়েছে।

গ-১১) বনফুল সরল বাক্য ও জটিল বাক্যের সমন্বয়ে, সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়ার সহযোগে, কখনও অনির্দেশক কর্তায়, কখনও বিবৃতিমূলক বাক্যে এগল্পের ভাষাশরীর নির্মাণ করেছেন। যেমন— 'সেদিন অফিসে মাইনে পেয়েছি।', 'বেচারি অনেক দিন থেকেই বলছে।,' 'লণ্ঠন হাতে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি মশাই?, ' এ-দোকান সে-দোকান খুঁজে জামা কিনতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল।', 'আমি উঠে দেখি লোকটা তখনও ওঠেনি, ওঠবার উপক্রম করছে', 'এমন সময় হঠাৎ একটা লোক ঘাড়ে এসে পড়ল', ইত্যাদি।

গ-১২) বনফুলের গল্পের ভাষাশৈলীর আর এক বৈশিষ্ট্য ছেদ-যতি চিহ্নের যথাযথ ব্যবহার। এগল্পেও তার পরিচয় আছে। কমা (,), পূর্ণচ্ছেদ (।), ড্যাস (—), বিস্ময়বোধক চিহ্ন (!), প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?), বিসর্গ চিহ্নের (ঃ) ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে গল্পের ভাব পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে। যেমন— 'অনেকদিন পরে আজ নতুন জামা পরে তার মনে কি আনন্দই না হবে।'

'আজ আমি—', 'কে—ও? ওঃ, থাক মশাই, মাপ করুন, ওকে আর মারবেন না।'—ইত্যাদি।

বনফুলের গল্পে রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। যেমন— অভিশ্রুতি (এসে, জ্বলে) ও স্বরসঙ্গতির (মাইনে, ফেরবার) ব্যবহার, অল্পপ্রাণ ধ্বনির ব্যবহার, অতীতকালের প্রথম পুরুষে অকর্মক এবং সকর্মক দুটি ক্রিয়াপদেই 'ল' বা 'লে' – এর ব্যবহার ('মারের চোটে সে আবার পড়ে গেল, কিন্তু কোন জবাব করলে না।'), বহুবচনে 'দের' —এর ব্যবহার, 'লুম' 'লাম' যোগ করে উত্তম পুরুষের পদ গঠন (মারলাম একলাথি), অধিকরণ কারকে 'তে' 'য়' (কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে) বিভক্তি প্রভৃতি।

চরিত্র অনুযায়ী ভাষা ও শব্দ ব্যবহার এগল্পে যথাযথ হয়েছে, যা বনফুলের বিশেষ দক্ষতার পরিচয়বাহক।

ছোটলোক' গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

'ছোটলোক' গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্যের সংখ্যা				=	৪৬ টি
বাক্যের আয়তন	=	১)	হ্রস্ব	=	৪২ টি
		২)	দীর্ঘ	=	৪ টি
			অনুপাত	=	৪২ : ৪

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

	মোট শব্দ সংখ্যা	=	৩২৪ টি
১)	তৎসম শব্দ	=	৬২ টি
	শতকরা হার	=	২০ %
২)	তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)	=	২৫১ টি
	শতকরা হার	=	৭৭ %
৩)	বিদেশী শব্দ	=	১১ টি
	শতকরা হার	=	৩ %

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

১। সাধু ও চলিত উভয় প্রকার ভাষারীতি গ্রহণ।

২। সরল বাক্যের ব্যবহার, অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা দীর্ঘ জটিল বাক্য সৃষ্টি।

৩। নির্দেশক বিশেষ্যর ব্যবহার।

৪। প্রত্যয়ের ব্যবহার।

৫। অনুগামী শব্দের ব্যবহার।

৬। অবস্থান বাচক নির্দেশক বিশেষ্যের ব্যবহার।

৭। উত্তম পুরুষের প্রয়োগ।

৮। 'টা' বিভক্তির ব্যবহার।

৯। বাক্যান্বয় সৃষ্টি।

১০। মুখ্য কর্মের ব্যবহার। গৌণ কর্মেরও ব্যবহার।

১১। শ্লেষ ও তির্যকতা।

১২। বিপ্রতীপতা।

১৩। বাগ্‌ধারা।

১৪। বাক্য নির্মিতি ঃ উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SOV), বিধেয়+উদ্দেশ্য+ক্রিয়া (OSV), ইত্যাদি। বাক্যাংশগুলির স্পষ্টতা।

১৫। ক্রিয়ার রূপ ঃ সমাপিকা, অসমাপিকা, যৌগিক।

'ছোটলোক' গল্পের ভাষাশৈলীগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ

বনফুল এ গল্পে ৪৬টি বাক্য ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে ৪২টি হ্রস্ব বাক্য এবং ৪টি দীর্ঘ বাক্য রয়েছে।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ

বনফুল এগল্পে যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন তার নমুনা নিম্নরূপ—

১) তৎসম শব্দ---উন্নতমস্তক' 'দ্বিপ্রহর' 'নিদারুন' 'রৌদ্র' 'উপেক্ষা' 'কন্টকসঙ্কুল' 'শরশয্যাশায়ী' 'স্কন্ধারূঢ়' ইত্যাদি।

২) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)—'খদ্দর' 'মাথা' 'ছাতা' 'পা' 'জুতা' 'হাঁটা' 'কাঁধ' 'বাঁক' ইত্যাদি।

৩) বিদেশী শব্দ—'রিক্‌শা' 'বল্‌শেভিজম্' 'ডিভিশন্ অব্ লেবার' 'ফ্যাক্টরি'। ইত্যাদি।

গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ

গ-১) বনফুলের তাঁর 'ছোট' আকৃতির গল্পগুলিতে বেশির ভাগ চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন, কোন কোন গল্প (সার্থকতা, বুধনী) আবার পুরোটাই সাধু ভাষায় লেখা। আবার কোন কোন গল্প সাধু ও চলিত — উভয় রীতি অনুসৃত হয়েছে। 'ছোটলোক' গল্পে বনফুল বর্ণনা অংশে সাধু ভাষা

রীতি অবলম্বন করেছেন এবং প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে চলিত ভাষারীতি অবলম্বন করেছেন। তবে অন্যান্য **'ছোট'** আকৃতির গল্পের তুলনায় এগল্পটিতে সাধুভাষারীতি কিছুটা সংস্কৃতগন্ধী। যদিও সেটা চরিত্র অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা রাঘব সরকার যে গোত্রের তার স্বরূপ উন্মোচনে এভাষা যথাযথ নির্বাচন হয়েছে। যেমন— রাঘব সরকারের বর্ণনায় লেখক লিখেছেন— "তিনি কখনও যাহারও অনুগ্রহের প্রত্যাশী নহেন, কাহারও স্কন্ধারূঢ় হইয়া থাকেন না, যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন, পারতপক্ষে কাহারও দ্বারা উপকৃত হন না। স্বকীয় মস্তক সর্বদা উন্নত রাখাই তাঁহার জীবনের সাধনা।" প্রত্যক্ষ উক্তি বিনিময়ে ব্যবহৃত চলিত ভাষার নমুনা — "ওই শিবতলা পর্যন্ত যেতে ক' পয়সা নিবি? ছ' পয়সা।" ইত্যাদি।

গ-২) বনফুলের ছোটগল্পে ছোট্ ছোট সরল বাক্য নির্মাণের প্রতি ঝোঁক বেশি দেখা যায়। তাছাড়া ক্রিয়াহীন বাক্য নির্মাণেও বনফুলের প্রবণতা একটু বেশি। কারণ তাতে কাহিনীর ক্ষিপ্রতা আসে। তবে ছোট ছোট বাক্য নির্মাণের পাশাপাশি একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে দীর্ঘ জটিল বাক্য নির্মাণও বনফুল করেন মাঝে মধ্যে। আবার দীর্ঘ বাক্য যেহেতু কাহিনীতে শ্লথতা নিয়ে আসে, সেহেতু দু'একটি দীর্ঘ বাক্যের পর আবার হ্রস্ব বাক্য যোগ করে কাহিনীর মধ্যে একটা গতি সঞ্চারের প্রবণতা বনফুলের মধ্যে দেখা যায়। এগল্পেও ভাষারীতির এই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

১। 'উন্নত মস্তক রাঘব সরকার দ্বিপ্রহরে নিদারুণ রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া দ্রুতপদে পথ চলিতে ছিলেন।'

২। 'ওই শিবতলা পর্যন্ত যেতে ক' পয়সা নিবি?'

৩। 'আমি রিকশা চড়ি না।'

৪। 'তুই আয় না।'

৫। 'ছ' পয়সা।'

৬। 'তিনি কখনও কাহারও অনুগ্রহের প্রত্যাশী নহেন, কাহারও স্কন্ধারূঢ় হইয়া থাকেন না, যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন, পারতপক্ষে কাহারও দ্বারা উপকৃত হন না।'

গ-৩) নির্দেশক বিশেষ্য হিসেবে 'ওই' এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন— 'ওই শিবতলা পর্যন্ত ক' পয়সা নিবি?'

গ-৪) 'ওয়ালা' প্রত্যয় যোগে শব্দ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন— রিক্শা + ওয়ালা = 'রিক্শাওয়ালা'।

গ-৫) ভাষার কথ্যভঙ্গি সৃষ্টির একটি অন্যতম পদ্ধতি হ'ল ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুগামী শব্দ, অনুকার শব্দের ব্যবহার করা। এগল্পে দুটি অনুগামী আছে। যেমন— 'ঠুনঠুন', 'পিছুপিছু'।

গ-৬) অবস্থান বাচক নির্দেশক বিশেষ্য পদ রূপে রিকশাওয়ালাকে রাঘব সরকার 'তুই'-এর ব্যবহার। যেমন— 'তুই আয় না'।

গ-৭) কর্তা রূপে উত্তম পুরুষে 'আমি'র ব্যবহার। যেমন— 'আমি রিক্সা চড়ি না', 'আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না'।

গ-৮) 'টা' বিভক্তি যোগে নির্দেশক বিশেষ্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এ গল্পে। যেমন— রিক্‌শাওয়ালাটা।

গ-৯) অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে বাক্যান্বয় সৃষ্টি বনফুলের ভাষারীতির আরেক বৈশিষ্ট্য, যা এগল্পেও দেখা যায়। যেমন —

১। 'আচ্ছা আয়।'

২। 'রাঘব সরকার চলিতে লাগিলেন'।

৩। 'আসুন, বাবু, চড়ুন।'

৪। 'রিক্‌শাওয়ালা পিছু পিছু ছুটিতে লাগিল।' ইত্যাদি।

গ-১০) বাক্যে কখনো মুখ্য কর্ম, কখনো গৌণকর্মের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। যে বাক্যে কোন 'মেসেজ' দিতে চান সেখানে মুখ্য কর্মের ব্যবহার করেছেন বনফুল। যেমন— 'আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না।'

গ-১১) বনফুলের গল্পে শ্লেষ আর তির্যকতা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে লক্ষিত। এর পাশাপাশি থাকে রাড়াবাড়ির প্রতি ব্যঙ্গের খোঁচা। এগল্পের রিকশাওয়ালার বিদ্রূপশাণিত কথার ('আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না') মধ্যে সদা উন্নত মস্তক রাঘব সরকারের আইডিয়ালিজমকে মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

গ-১২) বিপ্রতীপতা বনফুলের গল্পের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ যা এগল্পেও উপস্থিত। রাঘব সরকার তার আদর্শ নিয়ে (রিকশা চড়া পাপ) রিক্‌শাওয়ালাটিকে ভেবেছিল হয়তো সে পেটের ক্ষুধার তাড়নায় পয়সাটি নিয়ে নেবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দেখা গেল রাঘব সরকারের চাইতে আত্মসম্মানবোধ রিক্‌শাওয়ালাটিরও কম নেই। তার সদম্ভ পয়সা প্রত্যাখ্যানে সেই বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে।

গ-১৩) প্রত্যেক ভাষাতেই এমন কিছু বাক্যাংশ বা শব্দগুচ্ছ থাকে যা বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করা হয়। এদের Idiom বা বাগ্‌ধারা বলা হয়। এই বাগ্‌ধারা ভাষার ভাববহনতা অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। বনফুলের গল্পেও এমন প্রচুর বাগধারা, প্রবাদপ্রবচনের নিদর্শন পাই, যা গল্পের চরিত্রের মানসিকতা প্রকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। এগল্পের এমন একটি বাগ্‌ধারা হ'ল — 'কারও কাছ থেকে ভিক্ষে না নেওয়া'। যদিও বনফুল বাক্যটিকে নিজের মত করে বলেছেন।

গ-১৪) বনফুল এই গল্পে বিবিধ প্রকার বাক্য গঠন করেছেন, যেমন—'রাঘব একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল' (SOV), 'ঠুন্‌ঠুন্ করিয়া ঘন্টা বাজাইয়া রিক্‌শাওয়ালাটাও পিছু পিছু আসিতে লাগিল।' (OSV), ইত্যাদি।

গ-১৫) বনফুল এই গল্পে সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। যেমন— 'আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না।', 'রিক্‌শাওয়ালা পিছু পিছু ছুটিতে লাগিল।' 'রাঘব

সরকার চলিতে লাগিলেন'। ইত্যাদি।

এইভাবে বনফুল চরিত্র, চরিত্রের মানসিকতা, পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করে একটি অতুলনীয় গল্প করে তুলেছেন 'ছোটলোক' গল্পটিকে।

এবারে **'মাঝারি'** আকৃতির গল্পের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই শ্রেণীর গল্পে বনফুলের ভাষাশৈলী ব্যবহারের প্রবণতাটি অনুধাবনের পথে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে—

'দুধের দাম' গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

"দুধের দাম" গল্পটির ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

	মোট বাক্যের সংখ্যা		=	১২৯ টি
বাক্যের আয়তন =	১)	দীর্ঘ	=	২৫ টি
	২)	হ্রস্ব	=	১০৪ টি
		অনুপাত	=	২৫ : ১০৪

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

	মোট শব্দ সংখ্যা	=	১০৬৯ টি
১)	তৎসম শব্দ	=	১৫৫ টি
	শতকরা হার	=	১৫ %
২)	অর্ধ-তৎসম শব্দ	=	৭ টি
	শতকরা হার	=	০.৬৫ %
৩)	তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)	=	৭৯০ টি
	শতকরা হার	=	৭৪ %
৪)	ইংরেজি শব্দ	=	৬০ টি
	শতকরা হার	=	৬ %
৫)	হিন্দি শব্দ	=	৫৭ টি
	শতকরা হার	=	৬ %

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

২। বাক্য গঠন ঃ উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SVO), বিধেয়+উদ্দেশ্য+ক্রিয়া (OSV), বিধেয়+ক্রিয়া (OV), ইত্যাদি। বাক্যাংশগুলির স্পষ্টতা।

৩। বহুভাষিকতা।

৪। বিপ্রতীপতা।

৫। সরল বাক্যের ব্যবহার, অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা দীর্ঘ জটিল বাক্য ব্যবহার।

৬। প্রতিনির্দেশকের ব্যবহার।

৭। অধিবাক্যের ব্যবহার।

৮। সিদ্ধান্ত অংশ ও হেতু অংশের বাক্য সৃষ্টি।

৯। তির্যকতা।

১০। উপমা প্রয়োগ।

১১। বাগ্‌ধারা ব্যবহার।

১২। ব্যঙ্গ প্রবণতা।

১৩। ধ্বন্যাত্মক, অনুকার ও অনুগামী শব্দের ব্যবহার।

১৪। প্যারডিবক্র ভাষারীতি ব্যবহার।

১৫। ভাষামুদ্রা সৃষ্টি।

১৬। স্থান-কালের ছাপ।

১৭। হিন্দি ভাষায় ব্যাকরণ অনুযায়ী উচ্চারণে নাসিক্য ধ্বনির প্রাধান্য। ইত্যাদি।

'দুধের দাম' গল্পের ভাষাশৈলীর পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ-

বনফুল এ গল্পে ১২৯টি বাক্য ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে দীর্ঘ বাক্য আছে ২৫টি এবং হ্রস্ব বাক্য ১০৪টি।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ—

বনফুল এ গল্পে যে বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ ব্যবহার করেছেন তার নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হল-

—

খ-১) তৎসম শব্দ —সুতন্বী, অর্ধনগ্না, হাস্যমুখী, সুরূপা, বৃদ্ধা, জ্ঞাতসারে, বিকশিত, শিক্ষিত, সংগ্রহ, পদাঘাত, বিজ্ঞ, সমীচীন, মন্তব্য,স্থান, যথারীতি, কর্ণকুহরে ইত্যাদি ।

খ-২) অর্ধ-তৎসম শব্দ — বুড়ি, বড্ড, পাচ্ছি, ইত্যাদি।

খ-৩) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত) — ছোক্‌রা, ভিড়, ছিঁড়ে, কাঁদিয়া, দাঁড়াইল, চঞ্চল, লক্কা, ইত্যাদি ।

খ-৪) ইংরেজি শব্দ— ট্রেন, স্টেশন, শিভ্যাল্‌রি, ইন্টার ক্লাশ, হোলড্-অলের স্ট্র্যাপ, প্যাসেঞ্জার, টিকিট, সুটকেশ, ওয়েটিং রুম, হেল্পলেস ইত্যাদি।

খ-৫) হিন্দি শব্দ— হটো, দরোয়াজেসে, আপ, কাঁহা, জায়েগা, চলিয়ে, হাম, আপকো, লে, থোড়া, দেঙ্গে, কিরপা, বৈঠিয়ে, মাইজি ইত্যাদি।

গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ—

গ-১) 'দুধের দাম' গল্পে বনফুল সাধু ও চলিত —উভয় ভাষারীতির প্রয়োগ করেছেন। বর্ণনা অংশে সাধু গদ্যরীতি আর প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে চলিত গদ্যরীতি। তবে সাধু গদ্যরীতিতে —

সংস্কৃতগন্ধী তৎসম শব্দের বাহুল্য লক্ষ্য করা যায় না। শুধু সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে মূলত এ রীতি অনুসৃত হয়েছে। আর চলিত ভাষা প্রয়োগে কথ্যভঙ্গি অনুসরণ করা হয়েছে। এতে ভাষা মুখের ভাষা হয়ে উঠেছে। যেমন—

বর্ণনা অংশের সাধু ভাষারীতির নমুনা ঃ ১। 'বুড়ির ডান পা-টা বেশ মচকাইয়া গিয়াছিল।'

২। 'তাঁহাকে একটা স্থান সংগ্রহ করিতেই হইবে।'

৩। 'সিগারেটে টান দিতে দিতে তিনিও নামিয়া গেলেন।' ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে চলিত ভাষারীতির নমুনা ঃ ১। 'পথ দেখে চলতে পার না? আর একটু হলে আমার ষ্ট্রাপটা ছিঁড়ে যেত যে!'

২। 'পায়ে লেগেছে বড্ড বাবা, নামতে পাচ্ছি না।'

৩। 'ভিখারী মাগীর অস্পর্ধা দেখেছেন? যাচ্ছে তো উইদাউট টিকিটে, তার উপর আবার—'

৪। 'এই সব হেল্পলেস বুড়িকে রাস্তায় একা ছেড়ে দিয়েছে, এর স্বামী ছেলে নেই না কি, আশ্চর্য কাণ্ড!'

৫। 'সত্যি, ভিখারীতে ভরে গেল দেশটা। স্বাধীনতার পর ভিখারীর সংখ্যা আরও বেড়েছে। সবাই আবার মুখফুটে চাইতেও পারেনা।'

৬। 'আমি ভিখিরী নই বাবা, আমি আপনাদের মত একজন প্যাসেঞ্জার।'

৭। 'আমার সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট আছে।'

৮। 'আরে, এ আবার কোত্থেকে এসে জুটল এখানে?'

৯। 'দয়াময়ি, পথ ছাড়ুন। দরজার কাছে বসে কেন!'

১০। 'তোমরা বর্বরই বাছা। তোমাদের শিভ্যালরি অবশ্য আছে, কিন্তু তার প্রকাশ কেবল যুবতী মেয়েদের বেলা।'

১১। 'আমি নামতে পাচ্ছি না বাবা, পায়ে চোট লেগেছে—'

ইত্যাদি।

গ-২) এগল্পের বাক্যগুলি উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া, বিধেয়+উদ্দেশ্য+ক্রিয়া, বিধেয়+ক্রিয়া ইত্যাদি রূপে গঠিত। যেমন—

১। 'তিনি বৃদ্ধাকে ভিখারিণীই মনে করিয়াছিলেন।'

২। 'বুড়ির এই করুণ অনুরোধ সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।'

৩। 'ভিখারী মাগীর অস্পর্ধা দেখেছেন?'

৪। 'এক মারোয়াড়ি যাত্রী বৃদ্ধার গায়ে প্রায় পদাঘাত করিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিলেন।'

৫। 'তিনি বুড়িকে স-ধমক উপদেশ দিলেন একটা।' ইত্যাদি।

গ-৩) বহুভাষিকতা বনফুলের একটি বিশিষ্ট ভাষাশৈলী। গল্পের প্রয়োজনে তিনি হিন্দি, ইংরেজি ভাষাও ব্যবহার করেন। এগল্পেও করেছেন মারোয়াড়ি যাত্রী, কুলি, ও অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের কথাবার্তায়।

যেমন—১। 'এই বুড়ি, হটো দরোয়াজাসে—'

৪। 'চলিয়ে, হাম আপকো লে যাতে হেঁ।'

৫। 'আপ হিঁয়া পর বৈঠিয়ে, মাইজি, গয়া প্যাসেঞ্জারকা থোড়া দেরি হ্যায়। হাম ঠিক টাইম পর আকে আপকো ট্রেনমে চড়া দেঙ্গে।'

৬। 'পয়সা উঠা লেও। তুমহী কো দিয়া।'

৭। 'চলিয়ে মাইজি গয়া-প্যাসেঞ্জার আ গিয়া।'

অবশ্য গল্পের শেষে কুলি ও বৃদ্ধার কথোপকথনটি হিন্দি হলেও সারমর্ম বাংলাতে দেওয়া হয়েছে।

গ-৪) বৈপরীত্যের মাধ্যমে কাহিনীর ভাব পরিমণ্ডলে চমক সৃষ্টি করা বনফুলের গল্পের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এগল্পেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। গল্পের প্রথমে সুবেশা, সুতন্বী, সুরূপা যুবতীর যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তাদের পাশে বৃদ্ধার উপস্থিতি বৈপরীত্যের ভাব সৃষ্টি করেছে। এছাড়া হিন্দি ও বাংলা এই দ্বৈত ভাষার ব্যবহারে সেই বৈপরীত্য আরো বেশি প্রকট হয়েছে।

গ-৫) এগল্পে বনফুল বর্ণনামূলক বাক্য বেশি ব্যবহার করেছেন। গল্পটিতে সরল বাক্য যেমন

আছে, তেমনি অসমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে জটিল বাক্যের ব্যবহার এক ভিন্ন ধরনের ভাষাশৈলী হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ সরল বাক্য খর্বাকৃতি। অনেক সময় পরপর সরলবাক্যও ব্যবহার করেছেন। যেমন—

সরল বাক্য ঃ ১। 'বুড়ির ডান পা-টা মচ্‌কাইয়া গিয়াছিল।'

২। 'তাঁহাকে একটা স্থান সংগ্রহ করিতেই হইবে।'

জটিল বাক্য ঃ ১। 'গাড়িতে যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জন-দুই টিফিন-কেরিয়ার খুলিয়া আহারে মন দিয়াছিলেন, বুড়ির কথা তাঁহাদেরও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করা তাঁহারা সমীচীন মনে করিলেন না।'

২। 'বইটির মলাটের উপর অর্ধনগ্না হাস্যমুখী যে-নারীমূর্তিটি ছিল, বৃদ্ধার মনে হইল, সেটি যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিতেছে।'

বনফুল শুধু বিবৃতিধর্মী বাক্যই নয়, প্রয়োজনে সব শ্রেণির বাক্যই ব্যবহার করেন। এগল্পে কুলিটি বৃদ্ধার পুত্রের মত কর্তব্য করায় তাকে আশীর্বাদ দিয়েছে এই বলে— 'দীর্ঘজীবী হও, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।' (প্রার্থনা সূচক বাক্য)

গ-৬) এগল্পে বাক্য-সম্পর্কসূচক নিত্যসম্বন্ধযুক্ত পদযুগ্ম বা প্রতি নির্দেশক (Correlatives) ব্যবহার করে জটিল বাক্য তৈরী করা হয়েছে। যেমন —

১। 'যে পায়ে স্ট্যাপটা আটকাইয়া গিয়াছিল সেই পা-টা বেশ ব্যথা করিতে লাগিল।'

২। 'বৃদ্ধা যে স্টেশনে নামিবেন, সে স্টেশন একটু পরেই আসিয়া পড়িল।'

৩। 'যে বলিষ্ঠ কুলিটা মাল মাথায় করিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল, সে বাহিরে যাইবার জন্য দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।'

৪। 'বইটির মলাটের উপর অর্ধনগ্না হাস্যমুখী যে-নারীমূর্তিটি ছিল, বৃদ্ধার মনে হইল, সেটি যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিতেছে।'

গ-৭) এগল্পে একটি অধিবাক্যও (Surface Sentence) ব্যবহৃত হয়েছে। সেটি হল- 'অসম্ভব'। এই অধিবাক্যটি অনুধাবন করতে হলে পূর্বের বাক্যগুলির সাহায্য নিতে হয়।

গ-৮) বনফুল এগল্পে কিছু এমন বাক্য সৃষ্টি করেছেন, যাদের দু'টি অংশ — একটি সিদ্ধান্ত অংশ, অন্যটি হেতু অংশ। যেমন—

১। 'করিবার কথাও নয়, বিদেশাগত শিভ্যাল্‌রি জিনিসটা, যুবতীদের কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত হয়।'

২। 'অসুবিধা তেমন কিছুই হইল না, কারণ বৃদ্ধা ছোটখাটো আকারের মানুষ গুটিশুটি হইয়া বসিয়াছিলেন।'

গ-৯) তির্যকতা সৃষ্টি বনফুলের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই তির্যকতা কখনো কখনো কোন বিশেষ শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এগল্পে 'ছোকরা' শব্দটির মধ্য দিয়ে সেই তির্যকতা প্রকাশ

করেছেন। যেমন—

১। 'তাঁহাদেরই আশেপাশে কয়েকজন বাঙালি ছোকরাও, কেহ অন্যমনস্কভাবে, কেহবা জ্ঞাতসারে ঘোরাফেরা করিতেছিল।'

২। 'ছোকরা' ভিড়ে অন্তর্ধান করিল, আর ফিরিল না।'

৩। 'কুলীর পিছনে চপ্পল পায়ে নীল-চশমা-পরা লক্কা গোছের এক ছোকরা।'

গ-১০) উপমার ব্যবহার গল্পের ভাব বিস্তারে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এগল্পেও বনফুল একটি উপমা ব্যবহার করেছেন। যেমন—'বলিষ্ঠ বয়স্ক ব্যক্তি যেমন করিয়া ছোট শিশুকে দুই হাতে করিয়া বুকের উপর তুলিয়া লয়, কুলিটি সেইভাবে বৃদ্ধাকে বুকে তুলিয়া লইল।'

এই উপমাটি একটু অন্যরকমভাবে আর একবার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—'তাহার বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা পুনরায় বৃদ্ধাকে শিশুর মত বুকে তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।'

গ-১১) বাগ্‌ধারা, প্রবচনের ব্যবহারও গল্পের তাৎপর্য বিষয়ান্তরে উন্নীত করে। এগল্পে প্রবচনের প্রসঙ্গে এসেছে মনুর কথা— 'নার্য্যস্ত যত্র পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা'। এছাড়া আছে একটি Idiom বা বাগ্‌ধারা - 'শক্তির জয় সর্বত্র।' যা গল্পের ভাব পরিমণ্ডলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গ-১২) বনফুল যেখানেই বাড়াবাড়ি কিছু দেখতেন, সেখানেই ব্যঙ্গের কশাঘাতে তাকে জর্জরিত করতেন। এগল্পেও উচ্ছৃঙ্খল যুবক-যুবতী ও আত্মভিমানী বাঙালি সন্তানদের প্রতি কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করেছেন। যেমন—

১। 'বইটির মলাটের উপর অর্ধনগ্না হাস্যমুখী যে নারী মূর্তিটি ছিল, বৃদ্ধার মনে হইল, সেটি যেন তাহার দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিতেছে।'

২। 'ভিড়ের মধ্যে এক বৃদ্ধা যে একজনের হোলড্ অলের স্ট্র্যাপে পা আটকাইয়া পড়িয়া গেলেন, তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না। করিবার কথাও নয়, বিদেশগত শিভাল্‌রি জিনিসটা যুবতীদের কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত হয়।'

৩। 'শ্বেতবর্ণ সাহেব সম্ভবত এই সাহেবি পোশাক পরা কৃষ্ণচর্ম বঙ্গসুন্দরকে বর্বর বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন।'

৪। 'তখন রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করিলেন। চাকুরির অনুরোধে কিছুদিন পূর্বেই রাষ্ট্রভাষায় পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন।'

৫। 'যে দুইটি ইজিচেয়ার ছিল, সে দুইটিতেই সাহেবি পোশাক-পরা দুইজন বঙ্গসন্তান হাতলের উপর পা তুলিয়া দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া ছিলেন।'

গ-১৩) এগল্পে কথ্যভঙ্গিকে আনবার জন্য বনফুল ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ, অনুগামী শব্দেরও ব্যবহার করেছেন। যেমন— 'হুড়মুড়', 'খোঁড়াইয়া-খোঁড়াইয়া', 'গুটিশুটি', 'হাঁ-হাঁ', 'ভিখিরী-টিকিরী', 'ধমক-ধামক' 'ঘ্যাঁস্‌টাইয়া'।

গ-১৪) এছাড়া এগল্পে বনফুল প্যারডিবক্র ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন। যাতে বনফুলের ব্যঙ্গের

ঝাঁঝালো আস্বাদ পাওয়া যায়। যেমন— 'বঙ্গ সুন্দর', 'বঙ্গ সন্তান' ব্যবহার করেছেন। এটি বনফুলের একটি নিজস্ব ভাষাশৈলী যাতে বনফুলের লেখনী ভঙ্গি খুব সহজেই অনুধাবন করা যায়।

গ-১৪) পরিবেশ -পরিস্থিতি, চরিত্র, মানসিকতা, অনুযায়ী শব্দের পরিবেশন গল্পের আবহসৃষ্টিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এগল্পে বনফুলের 'ভাষামুদ্রার' (Register) নমুনা আছে। যেমন— রেল সংক্রান্ত অনেক শব্দ এগল্পে বনফুল ব্যবহার করেছেন। শব্দগুলি হল— স্টেশন, ট্রেন, ইন্টারক্লাস, প্লাটফর্ম, ট্রেনের কামরা, প্যাসেঞ্জার, সেকেণ্ডক্লাস, ফার্স্টক্লাস, ওয়েটিং রুম, কুলি, গয়া-প্যাসেঞ্জার, উইদাউট টিকিট।

গ-১৬) ভাষা ব্যবহার শুধুমাত্র লেখকের বিশিষ্টতাকেই চিহ্নিত করে না, স্থান-কালের ছাপও তা থেকে পাওয়া যায়। এগল্পে শুধু বনফুলের ভাষাশৈলীর বিশিষ্টতাকেই ফুটে ওঠে নি, সেই সঙ্গে গল্পের প্রেক্ষাপট যে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের উন্নাসিকতার, তার চিত্রও ফুটে উঠেছে এবং গল্পটি যে বিহারের কোন এক স্টেশনের ঘটনা অবলম্বনে রচিত তাও স্পষ্ট।

গ-১৭) বনফুল তাঁর এ গল্পে হিন্দি ভাষার ব্যাকরণ অনুযায়ী উচ্চারণে নাসিক্যধ্বনি ব্যবহার করতেও ভোলেন নি। যেমন—

১। 'আপ কাঁহা জায়েগা—'

২। 'চলিয়ে, হাম আপকো লে যাতে হেঁ।'

৩। 'আপ হিঁয়া পর বৈঠিয়ে, মাইজি, গয়া প্যাসেঞ্জারকা থোড়া দেরি হ্যায়। হাম ঠিক টাইম পর আকে আপকো ট্রেনমে চড়া দেঙ্গে।' ইত্যাদি।

"শ্রীধরের উত্তরাধিকারী" গল্পের ভাষাশৈলী বিচার ঃ

"শ্রীধরের উত্তরাধিকারী" গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্যের সংখ্যা			=	১৬৭ টি
বাক্যের আয়তন =	১)	দীর্ঘ	=	২১ টি
	২)	হ্রস্ব	=	১৪৬ টি
		অনুপাত	=	২১ : ১৪৬

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

মোট শব্দ সংখ্যা = ১৪৫৪ টি

১)	তৎসম শব্দ	=	২৪১ টি
	শতকরা হার	=	১৭ %
২)	অর্ধ্ব-তৎসম শব্দ	=	১ টি
	শতকরা হার	=	০.০৬৮ %
৩)	তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)	=	১২০৪ টি
	শতকরা হার	=	৮৩ %
৪)	ইংরেজি শব্দ	=	৬ টি
	শতকরা হার	=	০.৪১ %
৫)	আরবী-ফার্সী	=	৩ টি
	শতকরা হার	=	০.২০ %

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

১। সাধু ও চলিত ভাষারীতি অনুসরণ।

২। বাক্য নির্মিতি ঃ উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SOV), বিধেয় + ক্রিয়া + উদ্দেশ্য (OVS), বিধেয় + উদ্দেশ্য + ক্রিয়া (OSV),ইত্যাদি। বাক্যাংশগুলির স্পষ্টতা।

৩। ছোট ছোট সরল বাক্য ব্যবহারের পাশাপাশি অসমাপিকা ক্রিয়া ও সংযোজক অব্যয় দ্বারা দীর্ঘ জটিল বাক্য তৈরি করা হয়েছে।

৪। বাক্যের মধ্যে বাক্য নিরপেক্ষ খণ্ড বাক্য (Parenthetic Clause)-এর ব্যবহার।

৫। বিপ্রতীপতা।

৬। নির্দেশক বিশেষিত বিশেষণের ব্যবহার।

৭। পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা।

৮। ধ্বন্যাত্মক, অনুগামী শব্দের ব্যবহার ।

৯। রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী উপভাষার ব্যবহার।

১০। শব্দের দ্ব্যর্থকতা ও অনেকার্থে প্রয়োগ।

১১। ছেদ-যতির সুষম প্রয়োগ।

১২। বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার।

"শ্রীধরের উত্তরাধিকারী" গল্পের ভাষাশৈলীগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ

বনফুল এ গল্পের শরীর নির্মাণে ১৬৭টি বাক্য ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে হ্রস্ব বাক্য রয়েছে ১৪৬টি এবং দীর্ঘ বাক্য রয়েছে ২১টি ।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ

বনফুল এ গল্পে যে বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ ব্যবহার করেছেন তার নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হল–

১) তৎসম শব্দ—স্থানীয়, আখ্যা, ব্যক্তি, অদ্ভুত,মহাত্মা, আহরণ, পশ্চাৎপদ,কৃপণ, শোষন, পটুতা, আত্মসাৎ, ভৃত্য, ক্ষুদ্র, মৃৎপ্রদীপ ইত্যাদি।

২) অর্ধ-তৎসম শব্দ—মিত্তির।

৩) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)—গুড়, উপবাস, মক্ষিচুস, পুরাতন, সুদ, খরচ, পোশাক, রাত্রে, মাটি, শাঁসালো ইত্যাদি।

৪) ইংরেজি শব্দ—কোম্পানি, সিগারেট, হাই-হিল, লাইব্রেরি, ব্যাঙ্ক, ব্লাউজ।

৫) আরবী-ফার্সী—মতলব, উকিল, সেলাই।

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ

গ-১) বনফুল তাঁর ছোটগল্পে সাধু ও চলিত উভয় রীতির ভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে কোথাও কোথাও শুধু সাধু ভাষা আবার কোথাও শুধু চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। আলোচ্য গল্পে বর্ণনা অংশে সাধু ভাষা রীতি এবং প্রত্যক্ষ উক্তিতে চলিত ভাষারীতি অবলম্বন করেছেন। তবে আমরা পূর্বেই বলেছি যে, বনফুলের সাধু ভাষারীতিতে তৎসম শব্দসঙ্কুল বাক্য তেমন নেই বললেই চলে। তাঁর সাধু ভাষারীতিতে প্রধানত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দীর্ঘরূপ ব্যবহারের প্রবণতা বা ঝোঁকই প্রবল। যেমন—

১। 'জলধরবাবু লোকটি কেবল যে উকিল তাহাই নহে স্বদেশ হিতৈষীও।'

২। 'সকাতরে শ্রীধর বললেন— আমি দরিদ্র মানুষ। এত বড় বৃহৎ ব্যাপারে, সাহায্য করা আমার সাধ্যে যে কুলোবে না জলধরবাবু !'

৩। 'তিলক কুড়িয়েই তো তাল। সবাই কিছু কিছু সাহায্য না করলে হবে কি করে!' ইত্যাদি।

গ-২) এগল্পে বাক্য নির্মিতে বনফুল উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SOV), বিধেয় + উদ্দেশ্য + ক্রিয়া (OSV) এবং বিধেয় + ক্রিয়া + উদ্দেশ্য (OVS), ইত্যাদি রীতিকে অনুসরণ করেছেন ভাব ও প্রয়োজনানুযায়ী। যেমন—

১। 'জলধরবাবু বিশ্বাস করিলেন না'। (SOV)

২। 'স্থানীয় বেহারিগণ শ্রীধর মিত্রকে এই আখ্যাই দিয়াছিলেন।' (OSV)

৩। 'সেদিন গিয়াছিলেন জলধরবাবু।' (OVS) ইত্যাদি।

বনফুল সমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে ছোট ছোট সরল বাক্য যেমন তৈরী করেছেন, তেমনি অসমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে দীর্ঘ সরল বাক্য এবং সংযোজক অব্যয় দ্বারা দীর্ঘ ও জটিল বাক্যও তৈরী করেছেন। যেমন —

সরল বাক্য ঃ ১। 'শ্রীধরের তিন কুলে কেহ নাই।'

২। 'সেদিন গিয়েছিলেন জলধরবাবু।'

৩। 'জলধরবাবু কোনদিন গণেশের দিক দিয়া স্ত্রী-শিক্ষার কথা চিন্তা করেন নাই।' ইত্যাদি।

দীর্ঘ ও জটিল বাক্য ঃ ১। ' গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর দল, খদ্দরধারী স্বদেশীর দল, হার্মোনিয়ামধারী বন্যা সাহায্যকারী দল, স্বাস্থ্যোন্নতি বিধায়িনী সভার সভ্যগণ, লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠাতাগণ, কন্যাদায়গ্রস্থ দুঃস্থ ব্রাহ্মণ —— সকলের আবেদনই শ্রীধর মিত্র ধৈর্য্য সহকারে শুনিয়া যাইতেন।'

২। 'তিলে তিলে, ক্ষণে ক্ষণে, দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে, ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়া শ্রীধর মিত্রের ধনরাশি এমন একটা অঙ্কে গিয়া পৌঁছিল যে শেষকালে শ্রীধর মিত্রেরই চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইল।' ইত্যাদি।

৩। 'শ্রীধর মিত্রের দীর্ঘ জীবনের ইহাই বিশেষত্ব যে তিনি কখনো কাহাকেও এক কপর্দকও দান করেন নাই; কিন্তু বহু কপর্দক বহু লোকের নিকট হইতে বহুভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন।'

৪। 'শ্রীধর মিত্রের হৃদয় বিগলিত করিবার জন্যই সম্ভবত তিনি স্ত্রী-শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ওজস্বিনী একটি বক্তৃতা করিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ শ্রীধর মিত্র তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, খাল কেটে কুমীর ডেকে আনার দরকার কি?'

গ-৪) বাক্যের মধ্যে বাক্য নিরপেক্ষ খণ্ড বাক্যের ব্যবহার (Parenthetic Clause) বনফুলের ভাষাশৈলীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন গল্পে তিনি তা ব্যবহার করেছেন। এগল্পেও তার কিছু নিদর্শন মেলে। যেমন —

১। 'টাকা সুতরাং জমিতেছিল। ব্যাঙ্কে নয় —— মাটির তলায়, ইহাই জনশ্রুতি।'

২। 'শ্রীধর থাকিতেন শহরের বাহিরে নিজেরই একটা শ্রীহীন পোড়ো বাড়িতে অর্থাৎ সেই বাড়িতে —— যাহার ভাড়া সহজে জুটিত না।'

গ-৫) বনফুল অন্যান্য বহু গল্পের মতো এগল্পেও বিপ্রতীপতা সৃষ্টি করেছেন। শ্রীধরের উত্তরাধিকারী যার হবার কথা, দেখা গেল শেষ পর্যন্ত সে হল না, হল অন্য জন।

গ-৬) বনফুলের গল্পের আর এক বিশেষত্ব হল—বিশেষিত বিশেষণের ব্যবহার। এর ফলে চরিত্রগুলির বা চরিত্রটির স্বধর্ম আপনা-আপনি পাঠক অনুধাবন করতে পারে। যেমন—— আলোচ্য

গল্পটি শুরু হয়েছে 'মক্ষিচুষ'—এই বিশেষিত বিশেষণ দিয়ে। এটি সূচক শব্দ (Key Word)-ও বটে। শ্রীধর যে মক্ষিচুষ, কেন মক্ষিচুষ, কিভাবে মক্ষিচুষে পরিণত হলেন তা ঘটনান্তরে বনফুল চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

গ-৭) চরিত্রের ব্যাখ্যা ও ঘটনা বিশ্লেষণে পৌরাণিক প্রসঙ্গের ব্যবহার বনফুলের ভাষাশৈলীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যা এগল্পে লক্ষ্য করি শ্রীধর শঙ্কিত হওয়ার সময় পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণায় —— "সহসা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি রাবণের মৃত্যুকালীন উপদেশের কথা তাঁহার স্মরণ হইল। অশুভস্য কাল হরণম।"

গ-৮) গল্পে অনুকার, অনুগামী, ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার চরিত্রের, ঘটনার, পরিবেশ-পরিস্থিতির আবহকে মূর্ত করে তোলে। এগল্পেও কিছু এধরনের শব্দ আছে। যেমন— 'পোশাক-পরিচ্ছদ', 'খচ্‌খচি', 'কাণ্ড-কারখানা'।

গ-৯) বনফুলের গল্পে রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী উপভাষা ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যে পরিলক্ষিত হয় তা আমরা পূর্বেই বলেছি। এগল্পেও তার কিছু নমুনা আছে। যেমন— স্বরসঙ্গতি ঘটিত —— বিহারি > বেহারি, নকুড়> নোক্‌ড়ো। 'অ্যা' ধ্বনির ব্যবহার, যেমন —'ব্যাটাদের', স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের ব্যবহার, যেমন——ব্লাউজ >বালাউস্ ইত্যাদি। এছাড়া আছে উপসর্গের ব্যবহার, যেমন— সকাতর, অ-উকিল ইত্যাদি।

নকুড় যে অল্প শিক্ষিত ব্যক্তি, তা তার শব্দ বিচ্যুতি থেকেই বোঝা যায়— ব্লাউজ> বালাউস্। চরিত্রানুযায়ী ভাষা ব্যবহারে বনফুল দক্ষ। তার একটি ছোট্ট নিদর্শন এটি।

গ-১০) বনফুল তাঁর গল্পে দ্ব্যর্থকতা প্রকাশে সিদ্ধকাম পুরুষ। এগল্পেও তার পরিচয় আছে। গণেশের দিক দিয়ে স্ত্রী শিক্ষাকে যেভাবে শ্রীধর ওরফে বনফুল চিন্তা করেছেন, জলধরবাবুর মত আমরাও তা চিন্তা করতে পারি নি। বনফুলের গল্পে বুদ্ধির এই মার-প্যাঁচ আখ্যানে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, তেমনি তা উপভোগ্যও বটে। **"শব্দের দ্ব্যর্থকতা এবং অনেকার্থ সংক্রান্ত আলোচনা আধুনিক শৈলী বিজ্ঞান চর্চায় তাৎপর্যপূর্ণ। উলম্যান লক্ষ্য করেছেন দ্ব্যর্থকতা শুধু Wit সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই প্রয়োজনীয় নয়, বিশেষ ভাবনা বা তাৎপর্যের প্রকাশে, চরিত্রাঙ্কনে কিংবা আখ্যানের সামগ্রিক গঠনের স্বার্থে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।"**[৬]

গ-১১) ড্যাস্ (——), হাইফেন (-) সেমিকোলন (;) ডট্ ডট্ (....) প্রভৃতি যতি চিহ্নের সুপ্রয়োগ ভাষার আকর্ষণীয়তা ও বিশিষ্টতাকে তুলে ধরে। বনফুলের বিভিন্ন গল্পে এসবের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এগল্পের তার কিছু ব্যবহার গল্পের ভাব সঞ্চরণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যেমন— ১। 'সুতরাং টাকা জমিতেছিল। ব্যাঙ্কে নয় —— মাটির তলায়, ইহাই জনশ্রুতি।' ২। 'জামাগুলোর কি নাম যে ভালো—মনেও থাকে না ছাই!' ৩। 'নকুড় বলিল—বালাউস্' ইত্যাদি।

গ-১২) গল্পে বাগ্‌ধারা, প্রবাদ-প্রবচণের ব্যবহার লেখকের ভাষাশৈলীগত নিপুণতার একটি বিশিষ্ট প্রয়োগ। বনফুল তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্পে প্রচলিত বাগ্‌ধারা , প্রবাদ-প্রবচনকে ব্যবহার করেছেন

কাহিনীর ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে, তবে সেগুলিকে কিছুটা কোথাও কোথাও পরিবর্তন করেছেন। আবার সেই প্রচলিত বাগ্‌ধারা, প্রবাদ-প্রবচন থেকে নিজেও কিছু বাগ্‌ধারাও প্রবাদ-প্রবচন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাঁর বুদ্ধি প্রধান মানসিকতাটিকে বুঝতে অসুবিধে হয় না। অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল বেশ কিছু বাগ্‌ধারাও প্রবাদ-প্রবচণ ব্যবহার করেছেন তাঁর কাহিনী বিশ্লেষণে, বিস্তারে, রসসৃষ্টিতে। এতে বনফুলের বিশিষ্টতাও বিশেষভাবে চিহ্নিত। যেমন-

১। 'খাল কেটে কুমীর ডেকে আনবার দরকার কি?'

২। 'গণেশই তো উল্টে যাবে'

৩। 'ছেলেরা লেখাপড়া শিখেই গণেশকে কাত করেছে'

৪। 'কত ধানে কত চাল...'

৫। 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলে...'

৬। 'ছাগকে দিয়ে যব মাড়িয়ে নেওয়া...'

৭। 'নয়-ছয়'

৮। 'তিল কুড়িয়েই তো তাল।'

বনফুল তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু অনুযায়ী যে ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন, চরিত্রানুযায়ী যে ভাষা বৈশিষ্ট্য চরিত্রগুলির মুখে বসিয়েছেন, প্রয়োজনে বাগ্‌ধারা, প্রবাদ-প্রবচনের গ্রহণ, বর্জন ও সংযোজন ঘটিয়েছেন তা তাঁর বিশিষ্টতাকেই তুলে ধরে।

"মুহূর্তের মহিমা" গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

'মুহূর্তের মহিমা' গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যা।গত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্যের সংখ্যা			=	৯৮ টি
বাক্যের আয়তন	১)	দীর্ঘ	=	৫ টি
	২)	হ্রস্ব	=	৯৩ টি
	অনুপাত		=	৫ : ৯৩

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

মোট শব্দ সংখ্যা	=	৫৬৮ টি

১)	তৎসম শব্দ	=	৬৫ টি
	শতকরা হার	=	১২ %
২)	তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)	=	৪৭৬ টি
	শতকরা হার	=	৮৪ %
৩)	ইংরেজি শব্দ	=	৮ টি
	শতকরা হার	=	১ %
৪)	আরবী-ফার্সী শব্দ	=	১৫ টি
	শতকরা হার	=	২ %

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

১। সাধু ও চলিত উভয় ভাষারীতি অনুসৃত।

২। বাক্য গঠন ঃ উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SOV), বিধেয় + উদ্দেশ্য + ক্রিয়া (OSV), প্রভৃতি। বাক্যাংশগুলির স্পষ্টতা।

৩। কর্তা ও ক্রিয়াহীন ছোট ছোট বাক্য প্রয়োগ।

৪। লেখরীতির প্রয়োগ ।

৫। বাক্যগঠনে ইংরেজি শব্দের প্রভাব।

৬। অনুগামী শব্দের ব্যবহার।

৭। উপমার প্রয়োগ।

৮। শব্দ বিচ্যুতি (Word Deviation)।

৯। ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার ।

"মুহূর্তের মহিমা" গল্পের ভাষাশৈলীগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ

বনফুল এ গল্পের শরীর নির্মাণে ৯৮টি বাক্য ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে হ্রস্ব বাক্য রয়েছে ৯৩টি এবং দীর্ঘ বাক্য রয়েছে ৫টি ।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ

বনফুল এ গল্পে যে বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ ব্যবহার করেছেন তার নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হল—

১) তৎসম শব্দ—সম্মুখ, প্রসিদ্ধ, দ্রুত, হৃৎস্পন্দন, বর্তমান, বয়ঃক্রম, অভিনয়, চরিত্র, চক্ষু, তীক্ষ্ম, নিতান্ত, শিক্ষিত, শক্তিমান, দন্ত, অপত্নীক ইত্যাদি।

২) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)—পঁচিশ, হাত, খাঁ, মুখে, দাড়ি, গোঁফ, চুল, রঙ, বাদামী, রোগা, ছোকরা ইত্যাদি।

৩) ইংরেজি শব্দ—ফ্রেঞ্চকাট, স্মো, এসেন্স, কেৎলি, রিভলবার, টেবিল, ড্রয়ার ইত্যাদি।

৪) আরবী-ফার্সী—আয়না, গুলি, জুলফি, খুন, রুমাল ইত্যাদি।

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ

গ-১) বনফুল অন্যান্য গল্পের মতো এই গল্পেও বর্ণনা অংশে সাধু ভাষারীতি এবং প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে চলিত ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন। যেমন—

"হঠাৎ গুরগন ক্ষেপিয়া উঠিলেন।

অকস্মাৎ তিনি টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা রিভলবার বাহির করিয়া গোবিন্দলালী ভঙ্গিতে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—

শ্রীমতীকে তাঁহার চাই,

আজই চাই,

এখনই চাই,

তাহা না হইলে—এই রিভলবার।

তাঁহার খুন চাপিয়া গিয়াছিল।

শ্রীমতী হাস্যদীপ্ত চক্ষে গুরগনের পানে চাহিয়া রহিল।

তার পর সে ধীরে ধীরে বলিল, অত চেঁচাবেন না। আমি আপনাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আমাকে যদি না পান, কি করবেন আপনি?

ভীম গর্জনে গুরগন কহিলেন, তিনুকে খুন করব।"—ইত্যাদি।

গ-২) বনফুল এগল্পে বাক্যের রূপ নির্মাণ করেছেন এভাবে— উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া যেমন— — 'বর্তমান গুরগন খাঁর বয়ঃক্রম পঁচিশের উপর হইবে।' আবার বিধেয় + উদ্দেশ্য + ক্রিয়া (OSV) ধরনের বাক্যও বনফুলের গল্পে লক্ষ্য করা যায়। যেমন—'শ্রীমতী নাম্নী যুবতীটির প্রতি গুরগন আকৃষ্ট হইয়াছেন।' ইত্যাদি।

গ-৩) বনফুল ছোট ছোট বাক্যে, একটি শব্দ দিয়ে একটি বাক্যের রূপ নির্মাণ করে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাহিনীকে নাটকীয় ভঙ্গিতে রূপ দিয়েছেন এগল্পে। তাতে কাহিনী যেমন গতিলাভ করেছে, তেমনি বর্ণিত চরিত্র বা বিষয় সম্পর্কে বিশেষ স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পেরেছেন। যেমন, এগল্পে গুরগন খাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে যে ভাষা স্টাইল ব্যবহার করেছেন বনফুল, তাতে গুরগন খাঁ চরিত্র সম্পর্কে পাঠকের লেখকের উদ্দিষ্ট শৈলীটি বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে। যেমন—

"বর্তমান গুরগন খাঁর বয়ঃক্রম পঁচিশের কিছু উপরে হইবে। (১)
মুখে সূচালো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। (২)
তদুপযুক্ত গোঁফ। (৩)
রঙ বাদামি। (৪)
চক্ষু তীক্ষ্ণ। (৫)
বুকময় চুল। (৬)
–ইহা নিতান্তই বাহ্যিক পরিচয়। (৭)
আসল পরিচয়, গুরগন শাঁসালো শক্তিমান, শিক্ষিত। (৮)
জমিদার। (৯)
অপত্নীক। (১০)
মাংসাশী।" (১১)

গ–৪) উক্ত অংশে বনফুল বাক্যগুলিকে এমনভাবে সাজিয়েছেন এবং শব্দবিন্যাস করেছেন যাতে একটি বিশেষ শৈলী ফুটে উঠেছে। কাটাকাটা বাক্যগুলি বা একটি শব্দ দিয়ে গড়া বাক্যগুলি যেন একটি দীর্ঘ বাক্যের নির্যাস। এগারো বাক্যের উদ্ধৃতাংশটিতে (১) নং বাক্য থেকে (২) নং বাক্য কিছুটা ছোট হতে (৩) নং বাক্য আরেকটু ছোট (৪) নং বাক্য আরেকটু ছোট, পাঁচ নং বাক্যে আরও ছোট করা হয়েছে। তারপর আবার (৬) নং বাক্য থেকে একটু বড়, (৭) নং বাক্য আরেকটু বড়, (৮) নং বাক্য আরেকটু বড় হয়েছে। (৯), (১০), (১১) নং বাক্য আবার ছোট করা হয়েছে। অংশটির বাক্য বিভাজনের মধ্য দিয়ে দৃশ্যময় করে তোলার চেষ্টা আছে। বাক্যগুলি বাঁ দিকের মার্জিনে সমান, এক রৈখিক (Linear)। কিন্তু ডানদিকে একরৈখিক বজায় রাখা হয়নি। বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে লেখরীতির (Graphological Context) মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন আকারে প্রতীয়মান হলেও পদাকাঙ্ক্ষার (Ellipsis) মাধ্যমে সংবদ্ধতা তৈরী হয়েছে। বাক্যগুলির জ্যামিতিক আকার দিলে হবে এরকম—

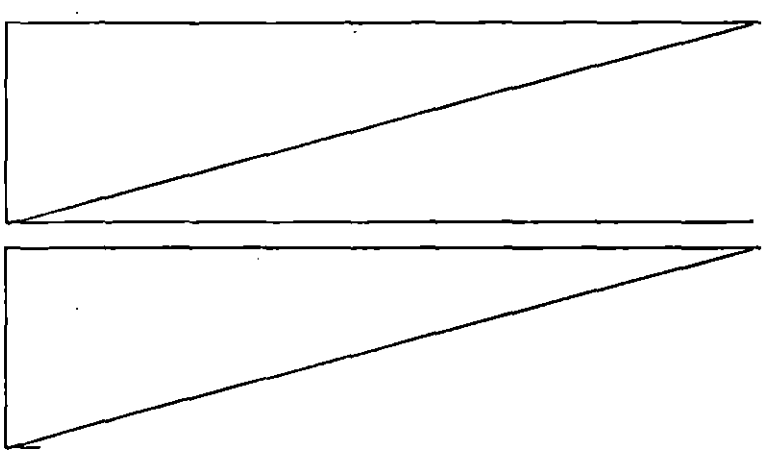

বাক্যগুলি উক্ত দু'রকম লেখরীতি গড়ে তুলেছে।

গ-৫) গল্পটির বাক্যগঠনে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার করেছেন বনফুল। যেমন—

১। 'স্নো ঘষিয়াছেন।'

২। 'অকস্মাৎ তিনি টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা রিভলবার বাহির করিয়া.....'

৩। 'ফরসা রুমালটাতে এসেন্স ঢালিতে ঢালিতে.....' ইত্যাদি।

গ-৬) বনফুলের অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও সমার্থক অনুগামী শব্দ বা পদগুচ্ছের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন— 'ধীরে ধীরে' 'ঢালিতে ঢালিতে' ইত্যাদি।

গ-৭) কথায় বলে 'উপমা কালিদাসস্য', কেননা উপমা প্রয়োগে কালিদাস অদ্বিতীয়। কবি জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন — 'উপমাই কবিত্ব।' একথাগুলিকে একটু অন্যরকমভাবে বলা যায়, 'উপমাই গল্পত্ব।' কারণ গল্পে উপমার প্রয়োগে ভাববস্তুর সৌন্দর্য ও তাৎপর্য বহুগুণ বেড়ে যায়। বনফুল তাঁর বেশির ভাগ গল্পে উপমা প্রয়োগ করেছেন। এগল্পের গুরগন খাঁর রাগের উপমা দিতে গিয়ে বলেছেন— 'যেন কেৎলিতে জল ফুটিতেছে।' এছাড়া আরেকটি উপমা হল 'গোবিন্দলালী ভঙ্গিতে'। বনফুলের উপমাগুলি সাধারণ ও স্বতঃস্ফূর্ত, সুন্দর ও অনিবর্চনীয়। তবে উপমাগুলি চরিত্রধর্ম, পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে একেবারে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গ-৮) শব্দ বিচ্যুতি (Word Deviation) অনেক সময় লেখককে বিশেষভাবে চেনায়। 'বিচ্যুতি' কোন হানিকর কিছু নয়, ভিন্ন অর্থে, বিশেষ অর্থে বিশেষ শব্দ ব্যবহার। যা বনফুলের গল্পে দেখা যায় এবং যা বনফুলের বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করে। যেমন— ছেলে-র বদলে 'ছোক্‌রা' শব্দটি। এছাড়া অরেকটি শব্দ এগল্পে আছে। তা হল- 'বাঁদরটা'। এমন বহু শব্দের ব্যবহার বনফুল তাঁর গল্পে করেছেন। এই শব্দ ব্যবহার শুধু ব্যক্তি নয়, যুগের লক্ষণও চিহ্নিত করে। যেমন— ভারতচন্দ্রের কাব্য ভাষা, আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের বিশিষ্ট কাব্য ভাষা যুগ মানসিকতাকে তুলে ধরে। **"শব্দের জগৎকে আশ্রয় করে শব্দের সীমানাকে অতিক্রম করতে চান লেখক। কিন্তু শব্দের নির্বাচনে তাঁর উৎকণ্ঠাও কম নয়। একদিকে তাঁর সামনে থাকে কোন ভাষার শব্দের অফুরান ভাণ্ডার, অন্যদিকে শুদ্ধতা, যাথার্থ্য এবং স্বচ্ছতা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। স্বাধীন আর সংযমের অন্তর্লীন দ্বন্দ্বকেই"**[৭] রূপ দিতে সাহিত্যিকেরা বিশেষ বিশেষ শব্দভঙ্গি চয়ন করেন।

গ-৯) এগল্পে একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেটি হ'ল— 'কড়ুমড়ু'।

বনফুলের চরিত্রানুযায়ী যথাযথ ভাষা ব্যবহারে গল্পটি রস সৃষ্টিতে সফল হয়েছে।

"তাজমহল" গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

"তাজমহল" গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্যের সংখ্যা			=	১০৭ টি
বাক্যের আয়তন	১)	দীর্ঘ	=	১১ টি
	২)	হ্রস্ব	=	৯৬ টি
		অনুপাত	=	১১ : ৯৬

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

	মোট শব্দ সংখ্যা	=	৭৫৭ টি
১)	তৎসম শব্দ	=	১০২ টি
	শতকরা হার	=	১৩ %
২)	তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)	=	৫৯২ টি
	শতকরা হার	=	৭৮ %
৩)	ইংরেজি শব্দ	=	১৬ টি
	শতকরা হার	=	২ %
৪)	আরবী-ফার্সী শব্দ	=	৪৭ টি
	শতকরা হার	=	৬ %

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

১। চলিত ভাষা রীতির ব্যবহার।

২। বাক্য গঠন ঃ উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SOV), কর্তা উহ্য, বিধেয় ও ক্রিয়া দিয়ে (OV) বাক্য তৈরী, বাক্যাংশগুলির স্পষ্টতা।

৩। ছোট ছোট সরল বাক্যের ব্যবহার এবং একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা দীর্ঘ বাক্য তৈরী।

৪। উত্তম পুরুষে কথকের জবানীতে কাহিনী বর্ণিত কথকতার ভঙ্গিতে।

৫। গুলা, গুলো দিয়ে বহুবচনের পদ সৃষ্টি।

৬। 'ওয়ালা' প্রত্যয় দিয়ে শব্দ গঠন।

৭। বাক্য গঠনে ইংরেজি শব্দের প্রভাব।

৮। বাক্য গঠনে আরবী-ফার্সী শব্দের প্রভাব।

৯। ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ।

১০। শব্দ বিচ্যুতি (Word Deviation)।

১১। মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্মের ব্যবহার।

১২। অপহ্নুতি অলংকারের প্রয়োগ।

১৩। সর্বজ্ঞকর্তার ব্যবহার ।

১৪। 'ভাষামুদ্রা' সৃষ্টি ।

১৫। ড্যাস্ (—), কমা (,) সেমিকোলন (;) প্রশ্নবোধক (?) ডট্ ডট্ (.....) চিহ্নের উপযুক্ত ব্যবহার।

"তাজমহল" গল্পের ভাষাশৈলীগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ-

বনফুল এ গল্পের শরীর নির্মাণে হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাকের বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এগল্পে মোট বাক্য সংখ্যা ১০৭টি । তার মধ্যে হ্রস্ব বাক্য আছে ৯৬টি এবং দীর্ঘ বাক্য আছে ১১টি।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ—

বনফুল এ গল্পে যে বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ ব্যবহার করেছেন তার নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হল—

খ-১) তৎসম শব্দ —দর্শন, বিস্ময়, নির্নিমেষে, অবসন্ন, অপরাহ্নে, পূর্ণিমা, জ্যোৎস্না, পূর্বাভাস, পূর্বদিগন্ত, স্পষ্ট, অস্ফূট, মর্মর, পুঞ্জীভূত, মুগ্ধ, দৃষ্টি, নির্বাক ইত্যাদি ।।

খ-২) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত) — মাঠ, পেটে, রোজ, ইঁট, টাঙা, চাঁদ, গড়গড়া ইত্যাদি ।

খ-৩) ইংরেজি শব্দ— স্টেশন, ট্রেন, আউটডোর, কল, ফি, ক্যাংক্রাম অরিস, কন্ট্রাক্টর ইত্যাদি।

খ-৪) আরবী-ফার্সী শব্দ—বেগম, সাহেবা, কবর, সেলাম, চোস্ত, ফকির,চুনকাম,তাজমহল, মসজিদ ইত্যাদি।

গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ—

গ-১) বনফুল এগল্পে চলিত ভাষারীতি অনুসরন করেছেন। পূর্বেই বলেছি, বনফুলের চলিত ভাষারীতি কথ্য বা মৌখিক ভাষারীতির খুব কাছাকাছি। এগল্পে সেই ধরণটি উপস্থিত। যেমন—

১। 'দূর থেকে দিনের আলোর তাজমহল দেখে দমে গেলাম।' ২। 'শুভ্র আভাসও ফুটে বেরুতে লাগল অন্ধকার ভেদ করে।'

৩। 'তাজমহলের পাশ দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয় আজকাল।'

৪। 'জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।' ইত্যাদি।

গ-২) এগল্পের বাক্যগুলির গঠন উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া গোছের, নিরপেক্ষ কর্তা সহ বিধেয়

+ ক্রিয়া ধরনের, বিধেয় + ক্রিয়া + উদ্দেশ্য ধরনের বাক্য গঠনও দেখা যায়। যেমন—

১। 'বুড়ো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।'

২। 'বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে সেলাম করলে আমাকে।'

৩। 'দূর থেকে দিনের আলোয় তাজমহল দেখে দমে গেলাম।'

৪। 'আগ্রার কাছেই এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তার হয়ে এসেছি আমি।' ইত্যাদি।

গ-৩) গল্পটিতে সমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে ছোট ছোট সরল বাক্য যেমন নির্মাণ করা হয়েছে, তেমনি একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে দীর্ঘ জটিল বাক্যও তৈরী করা হয়েছে। যেমন—

সরল বাক্য ঃ ১। 'বুড়ো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।'

২। 'বেগমের কবর গাঁথছি হুজুর' ইত্যাদি।

জটিল বাক্য ঃ 'কোন্ কন্ট্রাক্টার তাজমহল থেকে কত টাকা উপার্জন করে, কোন্ হোটেলওয়ালা তাজমহলের দৌলতে রাজা বনে গেল, ফেরিওয়ালাগুলো বাজে পাথরের ছোট ছোট তাজমহল আর গড়গড়ার মত সিগারেট পাইপ বিক্রি করে কত পয়সা পেটে রোজ, নিরীহ আগন্তুকদের ঠকিয়ে টাঙাগুলো কি ভীষণ ভাড়া নেয়— এসব খবরও পুরনো হয়ে গেছে।'

গ-৪) গল্পটি উত্তম পুরুষে কথকের জবানীতে বর্ণিত। বনফুলের গল্পগুলির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য—বৈঠকী মেজাজ। উত্তমপুরুষে গল্প-কথকের জবানীতে বর্ণিত গল্পগুলিতে এই শৈলীটি দেখতে পাওয়া যায়। এগল্পেও সেই বৈঠকী চাল প্রয়োগ করেছেন বনফুল। যেমন— 'আগ্রার কাছেই এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তার হয়ে এসেছি আমি। তাজমহল সম্বন্ধে আর মোহ নেই। একদিন কিন্তু —গোড়া থেকেই শুনুন তাহলে.....।'

গ-৫) 'গুলা' 'গুলি' 'গুলো' দিয়ে বহুবচনের পদ সৃষ্টি বনফুলের গল্পে লক্ষ্য করা যায়। যেমন— 'ফেরিওয়ালাগুলো', 'লোকগুলো' 'পাখিগুলি', 'মানুষগুলা'। ইত্যাদি।

গ-৬) 'ওলা' 'ওয়ালা' প্রত্যয় দিয়ে শব্দ গঠন বনফুলের ভাষারীতির একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন— 'ফেরিওয়ালা' 'হোটেল ওয়ালা' 'মেওয়াওলা' ইত্যাদি।

গ-৭) বনফুলের গল্পের বাক্য গঠনে ইংরেজি শব্দের প্রভাব একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি এমন সব প্রচলিত ইংরেজি শব্দ বাক্যে প্রয়োগ করেছেন, যেগুলি খুব অনায়াসে সুন্দরভাবে বাক্যে খাপ খেয়ে গেছে এবং অর্থবোধে স্বচ্ছতা এনেছে। যেমন— এগল্পে তিনি লিখেছেন—

১। 'সেদিন 'আউটডোর' সেরে বারান্দা থেকে নামছি।'

২। 'সেদিনও 'কল' থেকে ফিরছি ....।'

৩। 'আমাকে বাড়িতে নিয়ে 'ফি' দিয়ে দেখাবার সামর্থ্য তার নেই।'

৪। '...ব্যাপারটা বোঝা গেল 'ক্যাংক্রাম অরিস্!' ইত্যাদি।

গ-৮) এগল্পে তুলনামূলকভাবে বেশ একটু আরবী-ফার্সী শব্দের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বাক্য গঠনে। হয়তো তা মুঘল আমলের বাদশাহদের জীবন কাহিনী অবলম্বনে গল্প রচিত হওয়াতে।

যেমন—

১। 'বেগম সাহেবা দেখলাম আপাদমস্তক ভিজে গেছে।'

২। 'বেগমের কবর গাঁথছি হুজুর।'

৩। '....আমাকে সেলাম করে চোস্ত উর্দু ভাষায় বললে—— নিজের বেগমকে পিঠে করে বয়ে এনেছে সে আমাকে দেখাবে বলে।'

৪। 'চুনকাম করা সাধারণ একটা মসজিদের মত ——ওই তাজমহল।'

৫। 'ফকির শা-জাহান।' ইত্যাদি।

গ-৯) ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার অবস্থার ভাব পরিস্ফুটের দ্যোতক, আবার ভাষাকে কথ্যভাষার কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ারও একটি কৌশল। অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন——

১। 'কাঁপছে ঠক্‌ঠক্ করে।'

২। 'ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ।'

৩। 'গড়্‌গড়ার মত সিগারেট পাইপ।' ইত্যাদি।

গ-১০) শব্দ বিচ্যুতি (Word Deviation) লেখকের বিশিষ্টতাকে নির্দেশিত করে। বনফুল তাঁর গল্পে এমন কিছু শব্দচ্যুতি ঘটিয়েছেন, যা তাঁর বিশিষ্টতাকেই চিহ্নিত করে। এই শব্দ ব্যবহার আবার যুগলক্ষণকেও তুলে ধরে। রবীন্দ্র ভাবালুতা থেকে মুক্ত হবার জন্য 'কল্লোল' 'কালিকলম' 'প্রগতি' ও অন্যান্য গোষ্ঠীর লেখকেরা বাস্তবতার আমদানী করতে বাস্তব ঘেঁষা শব্দও ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। বনফুলের গল্পেও সেই যুগ লক্ষণ চিহ্নিত হয়েছে কিছু বিশেষ শব্দের ব্যবহারে। যেমন— 'ছেলে' শব্দের বদলে 'ছোক্‌রা' শব্দের ব্যবহার, 'শরীরের' বদলে আটপৌরে 'গা' শব্দের ব্যবহার, ইত্যাদি। ভাষাশৈলী আলোচনায় এদিকগুলিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

গ-১১)অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল মুখ্য কর্ম সমন্বিত বাক্য যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি মুখ্য ও গৌণ উভয় কর্মের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

১। 'বৃদ্ধ (মুখ্য কর্ম) সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে সেলাম করলে আমাকে (গৌণ কর্ম)।'

২। 'নির্বাক (মুখ্য কর্ম) হয়ে দাড়িয়ে রইলাম।'

৩। 'চাঁদ উঠল।' (গৌণ কর্ম) ইত্যাদি।

"আধুনিক ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে বাক্য মাত্রেরই মূল বিভাগ দু'টি- 'নাম বাক্যাংশ' (Noun Phrase) যা কর্তার কাজ করে অর্থাৎ (Subject NP) এবং ক্রিয়া বাক্যাংশ (Verb Phrase = VP) যা কর্তার সক্রিয়তা বোঝায়। বাকি বাক্যাংশগুলি গঠন ও অর্থগতভাবে ক্রিয়া বাক্যাংশেরই অন্তর্গত।"[৮] বনফুলের গল্পে এই আধুনিক ব্যাকরণ সম্মত বাক্য গঠনের পরিচয় পাই। যেমন——১) 'প্রথম যখন আগ্রা গিয়েছিলাম, তাজমহল দেখতেই গিয়েছিলাম।' ২) 'বুড়ো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল'। ৩) 'আমি কল থেকে ফিরছি, হঠাৎ চোখে

পড়ল, বুড়ো দাঁড়িয়ে ভিজছে।' ইত্যাদি।

গ-১২) বনফুল তাঁর গল্পে শুধু মনোহারী উপমা প্রয়োগ করেন নি, অন্যান্য অলংকারেরও প্রয়োগ করেছেন। এগল্পে দু' একটি অপহ্নুতি অলংকারের নিদর্শন খুঁজে পাই। এই বাক্যালংকার প্রয়োগ তাঁর ভাষাশৈলীকে আরো আকর্ষণীয় ও হৃদ্য করে তুলেছে। যেমন —

১) 'ঝাউবীথি থেকে নয় — মনে হল যেন সুদূর অতীত থেকে'।

উপমেয় উপমান

২) 'মর্মর ধ্বনি নয় — যেন চাপা কান্না ' ইত্যাদি।

উপমেয় উপমান

অপহ্নুতি অলংকারে উপমেয়কে অস্বীকার করে উপমানকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে তাই করা হয়েছে।

গ-১৩) বনফুলের গল্পে গল্পকথকের দু'টি রূপ দেখা যায়, এক, সর্বজ্ঞকর্তা, যিনি উত্তর পুরুষে (আমি) কাহিনী বর্ননা করেন, আর দুই, নিরপেক্ষকর্তা, যেখানে গল্পকথক নিরপেক্ষ থেকে কাহিনীর বিবরণ দিয়ে যান। এগল্পটি সর্বজ্ঞ কর্তায় বর্ণিত।

গ-১৪) 'ভাষামুদ্রা' (Language Register) ব্যবহার গল্পকারের বিশিষ্টতাকে চিহ্নিতকরে। বলা বাহুল্য, যে কোন লেখকরই একাধিক রেজিষ্টার নিয়ন্ত্রনে থাকতে পারে। পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষার প্রয়োগের ভিন্নতাকে রেজিষ্টার বলে। সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী রেজিষ্টার নির্বাচিত হয়। বনফুল ব্যক্তিগত জীবনে চিকিৎসক ছিলেন, তাই তাঁর গল্পে বিশেষত যেখানে গল্পকথক চিকিৎসক সেখানে চিকিৎসা সংক্রান্ত ও চিকিৎসালয় সংক্রান্ত বহু ভাষামুদ্রা ব্যবহার করেছেন। এগল্পেও তার নিদর্শন আছে। যেমন— 'কল' 'আউটডোর' 'ফি' 'ক্যাংক্রাম অরিস'।

গ-১৫) বনফুল অন্যান্য গল্পের মত এই গল্পেও ছেদ-যতির উপযুক্ত ব্যবহার। তাতে কাহিনীর ভাব আরও গভীরতা পেয়েছে। যেমন— "পূর্ণিমার পরদিন। তখনও চাঁদ ওঠেনি ; জ্যোৎস্নার পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে পূর্বদিগন্তে। সেদিন সন্ধ্যার পর দ্বিতীয়বার দর্শন করতে গেলাম তাজমহলকে। অনুভূতিটা স্পষ্ট মনে আছে এখনও। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই অস্ফুট মর্মর-ধ্বনি কানে এল। ঝাউবীথি থেকে নয়—মনে হল, যেন সুদূর অতীত থেকে ; মর্মর-ধ্বনি নয়—যেন চাপা কান্না।" ইত্যাদি।

"গণেশ জননী" গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

"গণেশ জননী" গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্য সংখ্যা			= ১৩১ টি
বাক্যের আয়তন	১)	দীর্ঘ	=২৭টি
	২)	হ্রস্ব	= ১০৪ টি
		অনুপাত = ২৭:১০৪	

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

	মোট শব্দ সংখ্যা	= ১২০৫ টি
১)	তৎসম শব্দ	= ৯৫ টি
	শতকরা হার	= ৮%
২)	অর্ধ-তৎসম শব্দ	= ৫ টি
	শতকরা হার	= ০.৪১%
৩)	তদ্ভব (দেশী সমেত)	= ১০৫৬ টি
	শতকরা হার	= ৮৮%
৪)	ইংরেজি শব্দ	= ৩৬টি
	শতকরা হার	= ৩%
৫)	আরবী-ফার্সী শব্দ	= ১০ টি
	শতকরা হার	= ১%
৬)	হিন্দি শব্দ	= ৩ টি
	শতকরা হার	= ০.২৫%

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ-

১) সাধু ও চলিত ভাষারীতির প্রয়োগ।

২) বাক্য নির্মিত ঃ উদ্দেশ্য + বিবেধ + ক্রিয়া (SOV), বিধেয় + উদ্দেশ্য + ক্রিয়া (OSV), উদ্দেশ্য + ক্রিয়া (SV), বিধেয় + ক্রিয়া (OV) ইত্যাদি। বাক্যাংশগুলির স্পষ্টতা।

৩) ছোট ছোট সরলবাক্যের পাশাপাশি দীর্ঘ জটিল বাক্যের প্রয়োগ।

৪) বাক্যগঠনে ইংরেজি শব্দের প্রভাব।

৫) উপমা অলংকারের প্রয়োগ।

৬) ড্যাস্ চিহ্নে (—), ডট্ ডট (. .. .) চিহ্ন, কমা (,) প্রশ্নবোধক (?) চিহ্ন, পূর্নচ্ছেদ (।),বিস্ময় বোধক চিহ্ন (!) - এর বিচিত্র প্রয়োগ।

৭) বাগ্‌ধারার প্রয়োগ।

৮) লেখকের অঙ্গীকৃত হওয়া।

৯) চিঠির ব্যবহার।

১০) শব্দার্থ তত্ত্ব ।

১১) 'ল'-কে 'ন' এবং 'ন'-কে 'ল' উচ্চারণ প্রবণতা।

১২) ধ্বন্যাত্মক, অনুকার, অনুগামী শব্দের ব্যবহার।

"গণেশ জননী" গল্পের ভাষাশৈলীগত পরিচয় ঃ-

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ—বনফুল এ গল্পে ১৩১টি হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের সন্নিবেশ করেছেন। হ্রস্ব বাক্যের সংখ্যা ১০৪টি এবং দীর্ঘ বাক্যের সংখ্যা ২৭টি ।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ—বনফুল এ গল্পে বিভিন্ন শ্রেণীর যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন তা হল—

খ-১) তৎসম শব্দ—সসম্ভ্রমে, অবগতি, নিমিত্ত,পরাধীন, অন্ন, সংস্থান, গন্তব্য, স্থান, পূর্বে, মান, বন্ধ, অসম্পূর্ণ, সুস্থ,সমস্ত ইত্যাদি।

খ-২) অর্ধ-তৎসম শব্দ—ছোট্ট, গেরস্ত, গেছল, গিন্নি, পোষবার।

খ-৩) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)—গ্রাম, ঘোড়া, গাড়ি, ছেঁড়া, জুতা, ভদ্রলোক, গোঁফ, চাপর, আশা, মুখ, ঘর, হাতি ইত্যাদি।

খ-৪) ইংরেজি শব্দ—সুট্‌কেশ, স্টেশন, সাইকেল, স্টাইল, প্রাইভেট, প্র্যাক্‌টিস,কল্, ম্যাজিষ্ট্রেট্, টেবিল, ক্যালেণ্ডার,ক্যাম্বিস, সার্জেন ইত্যাদি

খ-৫) আরবী-ফার্সী—সাহেব, মালিক, গাড়োয়ান, গোমস্তা, মুশকিল, তুলকালাম ইত্যাদি।

খ-৬) হিন্দি শব্দ—খাটিয়া, গুম, চৌকি।

গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ-

গ-১) বনফুল এইগল্পে চলিত ও সাধু — উভয় ভাষা রীতি ব্যবহার করেছেন। বর্ণনা অংশে সাধুভাষা রীতি এবং প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে চলিত ভাষারীতি। পূর্বেই বলেছি, বনফুলের সাধুভাষারীতি তৎসমগন্ধী নয়, মূলত সর্বনাম ও ক্রিয়ার পূর্ণরূপটিই তাঁর সাধুভাষা রীতির প্রকৃতি, আর চলিত ভাষারীতি কথ্য ভাষার এত কাছাকাছি যে তা মুখের কথায় পরিণত হয়েছে যেন। যেমন —

"মিনিট খানেক পরেই তিনি হাতল-ভাঙা 'কাপে' এক কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিলেন। আগে চা-টা খেয়ে নিন, তারপর রুগী দেখবেন।

হয়েছে কি?

বিশেষ কিছু নয়, খাওয়া বন্ধ হয়েছে।

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, আমার দিক থেকে অবশ্য সুবিধে, হাতির খোরাক যোগাতে হচ্ছে না, কিন্তু গিন্নি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছে, তাই মুশকিলে পড়ে গেছি— ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।"—ইত্যাদি।

বনফুল সাধু ভাষারীতির বাক্যে এমন সব শব্দ ব্যবহার করেন (সর্বনাম ও ক্রিয়া বাদে) যা আটপৌরে, সেকারণে তাঁর সাধুভাষারীতিও খুব সহজসরল স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ। কোথাও তৎসম শব্দের ভাড়ে ন্যুব্জ হয়ে পড়েনি। আর চলিতভাষায় কক্‌নি বুলি ব্যবহার করায় তর্ তর্ করে এগিয়ে চলেছে ভাষা।

গ-২) এ গল্পের সর্বাধিক বাক্যনির্মিতি—উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SOV), বিধেয় + উদ্দেশ্য + ক্রিয়া (OSV),বিধেয় + ক্রিয়া (OV) ইত্যাদি ধরনের এবং বাক্যাংশ স্পস্ট।

১) 'আমি পশু চিকিৎসা করি।'

২) 'ভদ্রলোক চুপ করিলেন।'

৩) 'আমি সবিনয়ে শুনিতেছিলাম।'

৪) 'ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টিতে শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল।'

কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV) কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম(SVO) ক্রিয়া-কর্তা-কর্ম (VSO) ক্রিয়া-কর্ম-কর্তা (VOS) কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া(OSV) কর্ম-ক্রিয়া-কর্তা(OVS)।

বাংলা বাক্যের সাধারণ সজ্জা (SOV) এবং ইংরেজি বাক্যের সাধারণ সজ্জা (SVO). . . . সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা সজ্জার ক্ষেত্রে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV) র আর্বতন সর্বাধিক।"[৯] বনফুলের গল্পেও বাক্যগঠনের উক্ত বিচিত্র ধরন লক্ষ্য করা গেলেও কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV)-র গঠন সর্বাধিক।

গ-৩) বনফুলের গল্পের ভাষাশৈলীর একটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য যা পূর্বেও আমি উল্লেখ করেছি, তাহল ছোট ছোট সরল বাক্যের ব্যবহার। দীর্ঘবাক্যের পর আবার কয়েকটি ছোট বাক্যের ব্যবহার, তারপর আবার কিছু দীর্ঘ বাক্যের ব্যবহার। এভাবে হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের বিচিত্র সমাবেশে কাহিনীর গতিময়তা অক্ষুন্ন থেকেছে। বনফুলের ছোটছোট সরল বাক্যের নমুনা হল—

১) 'আমি পশু চিকিৎসা করি।'

২) 'একটি জরুরী তার পাইলাম।'

৩) 'স্টেশনটি ছোট।'

৪) 'আমার রুগি কোথায়।'

৫) 'প্রশ্নটা না করিলে পারিলাম না।' ইত্যাদি।

দীর্ঘ বাক্যের নমুনা ঃ- (১) 'যে দেশে অসুস্থ মানুষেরই ভাল করিয়া চিকিৎসা হয় না সে দেশে

পশুচিকিৎসা করিয়া কি প্রকারে আমার জীবিকা নির্বাহ হয়, এ প্রশ্ন যাঁহাদের মনে জাগিতেছে, তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, আমি সরকারি পশু চিকিৎসা বিভাগে চাকুরি করি।'

(২) 'তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, আমার দিক থেকে অবশ্য সুবিধে, হাতির খোরাক যোগাতে হচ্ছেনা, কিন্তু গিন্নিও খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছে, তাই মুশকিলে পড়ে গেছি— ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।'

(৩) 'হাতি পোষার নানাবিধ অসুবিধার কথা সাড়ম্বরে বর্ণনা করিয়া গৃহিণীর ঘাড়ে তিনি দোষ চাপাইতেছেন বটে, কিন্তু গণেশকে লইয়া তিনি যে সত্যই বিব্রত তাহা তাঁহার হাসিমুখ দেখিয়া মনে হইল না।' — ইত্যাদি।

গ-৪) বনফুলের ভাষাশৈলী নির্মাণে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বাক্যগঠনে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার। এগল্পেও সে বৈশিষ্ট্য উপস্থিত। যেমন —

১) 'কমিশনার সাহেবের ঘোড়া,ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুকুর, পুলিশ সাহেবের গাভী প্রভৃতির স্বাস্থ্য তদারক করিয়া ছ্যাক্‌ড়া গাড়ির ঘোড়া 'পাস' করিয়া আমার অন্ন সংস্থান হয়।'

২) 'মনুষ্য চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিসের মতো নির্ভরযোগ্য 'প্র্যাকটিস' আমাদের নাই।'

৩) 'তবু মাঝে মাঝে দু-একটা 'কল' জোটে।'

৪) 'দুই শত টাকা 'ফি' পাওয়া যাইবে।'

৫) 'সেকেণ্ড ক্লাসে আমিই একমাত্র লোক।'

৬) 'স্টাইল জাহির করিবার নিমিত্ত সেকেন্ড ক্লাস টিকিট করিয়াছিলাম।'

৭) 'আপনি কি ভেটেনারি সার্জেন?'

৮) 'পায়ে মলিন ক্যাম্বিসের জুতা।'

৯) 'মিনিট খানেক পরেই হাতল-ভাঙা 'কাপে' এক কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিলেন।'

১০) 'সম্মুখে প্রকান্ড একটা বাথটব।' ইত্যাদি

গ-৫) অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল উপমার ব্যবহার করেছেন। যেমন — 'গণেশ কুলার কত কান দু'টি নাড়িয়া ফোঁশ করিয়া শব্দ করিল।'

গ-৬) বনফুলের গল্পের ছেদ-যতির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ড্যাস (—) ও ডট্ ডট্ (. . .) চিহ্নের ব্যবহার। সমকালীন জীবনানন্দ দাশের কবিতার যার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই ড্যাস,ডট্ ডট্, চিহ্ন বিবিধ কারণে গল্পে ব্যবহৃত হয়। যেমন, দৃষ্টান্ত দিতে, একটি কথার মধ্যে অন্য একটি প্রসঙ্গ নিয়ে এলে দুপাশে ড্যাস বসে,যাকে ইংরাজিতে (Parenthetic Clause) বলে। ইতস্তত বা দ্বিধার ভাব বোঝাতে, প্লুতস্বর বোঝাতে, বৈপরীত্য ভাব সৃষ্টিতে। বনফুলের গল্পে এই বিবিধ অর্থে ড্যাস্ (—), ডট্ ডট্ (. . .) চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়। 'গণেশ জননী' গল্পেও এই ড্যাস ও ডট্ ডট্ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে বক্তার ভাব পরিস্ফুটনে। যেমন—

১) 'সামনেই পূজা . . . . . বিরাট পরিবার . . . . . ভগবান জুটাইয়া দিয়েছেন।'

২) '. . . . স্টেশন হইতে বাহির হইলাম।'

৩) ' ডাক্তারবাবু, আসুন—এই ঘরে —হ্যাঁ—তাঁহার বাহিরের ঘরটিতে বসিলাম।

৪) 'একটি চৌকি, একটি দড়ির ছেঁড়া খাটিয়া, এক নড়বড়ে টেবিল, গোটা দুই ক্যালেণ্ডারের ছবি—ইহাই সে ঘরটিতে সাজসজ্জা।'

৫) 'আমরাই হাতি . . . . . ভদ্রলোক ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি বিস্মিত হইলাম লোকটা রসিকতা করিতেছে না কি!'

৬) 'এই বাইরের ঘরটিই যা ছোট, এছাড়া আর দুটি ঘর আছে — এক রান্না ভাঁড়ার ঘর আর একটি শোবার — দুটোই বিরাট 'হল'— মানে 'হল' করতে হয়েছে . . . . . ওর জন্যে . . . . . বাইরের ঘরের দরজাই দেখুন না . . . . . এই দিক দিয়ে উনি বেরোন, কেটে বড় করতে হয়েছে . . . . . ।'

৭) 'একটু বকলে ঝকলেই খাওয়া বন্ধ করে দেয় . . . কিন্তু এরকম একটানা ছত্রিশঘন্টা খাওয়া দাওয়া বন্ধ আর কখনো করেনি . . . . . তাছাড়া অতগুলো আম খেয়েছে তো — ভয় হয়ে গেছে আমাদের. . . . . " - ইত্যাদি।

গ-৭) বনফুল একটি বাগ্‌ধারাও ব্যবহার করেছেন এগল্পে। যেমন— 'গনেশের পান থেকে চুন খসবার জো নেই.....।'

গ-৮) বনফুলের অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও গল্পকথক ও বনফুল একাত্ম হয়েছেন যেন। বনফুল নিজেও একজন চিকিৎসক ছিলেন। তাই খুব সুন্দর ভাবে এগল্পে বনফুল নিজেকে ঢেলে দিয়েছেন। লেখকের অঙ্গীকৃত হওয়া লেখার একটি বিশেষ শৈলীকে চিহ্নিত করে, যা বনফুলের গল্পে আমরা দেখতে পাই।

গ-৯) বনফুলের গল্পের ভাষাশরীর তৈরীর আর একটি বিশিষ্ট স্টাইল হল — চিঠির ব্যবহার। 'চিঠি পরওয়ার পর', 'দেশ দরদী কেনারামের রোজনামচা' প্রভৃতি গল্পে চিঠি ও দিনলিপির ধাঁচে বিশেষ শৈলী প্রয়োগ করেছেন বনফুল। তাঁর সঙ্গে দেশদরদী কেনারামের রোজনামচা' গল্পে দিনলিপির তারিখ (০৮.০৭.৫০, ১০.৭.০৫, ১২.৭.৫০, ১৪.৭.৫০) সংযোজন গল্পের বাস্তবতা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। 'গনেশ জননী' গল্পের একটি চিঠির সন্নিবেশ করেছেন গল্পশরীর তৈরীতে। যা গল্পের বিষয় ভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চিঠিটি হল— 'আপনারা আমার প্রাণদান করেছেন, বিনিময়ে আপনাদের কি আর দিতে পারি, সামান্য উপহার পাঠালাম, গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব।' এই চিঠির সঙ্গেই ছোট্ট সুন্দর হাতির বাচ্চাটি নিঃসন্তান দম্পতিকে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন গুজরাটি কচ্ছি, যাকে দেখে গৃহকর্ত্রী আর স্থির থাকতে পারেন নি, হাতির বাচ্চাটি তাদের সন্তানবৎ হয়ে উঠল।

গ-১০) ভাষাশৈলীর বিচারে শব্দার্থ তত্ত্ব (Semantics) একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

কেননা লেখকেরা কোন একটি শব্দকে বাচ্যার্থে প্রয়োগ করতে পারেন, লক্ষ্যার্থে প্রয়োগ করতে পারেন, আবার ব্যাঙ্গার্থে বা ব্যঞ্জনার্থেও প্রয়োগ করতে পারেন, শব্দটির কোন বিশেষ অর্থেপ্রয়োগ হচ্ছে তার 'ধরন' অনুসারে লেখকের বিশিষ্টতাও চিহ্নিত করে। **"একই ধ্বনি একই ভাষায় অনেক অর্থের জ্ঞাপন করে। আবার একই অর্থে একই ভাষায় অনেক ধ্বনি দ্বারা জ্ঞাপিত হয়। .....**

শক্তিশালী কবিগণ এবং পণ্ডিতগণ ধ্বনিতে কেবল নূতন অর্থই যোজনা করেন না নূতন অর্থে নূতন ধ্বনির প্রয়োগ করিয়া নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া থাকেন।"[১০] বনফুলের শব্দের বিশেষ অর্থে প্রয়োগও তাঁর বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করে। অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল কিছু শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যেমন—'গুম' 'দক্ষিণা' ইত্যাদি। গল্পের শেষে গৃহকর্তা যখন বলেন — 'আপনার দক্ষিণা কত দিতে হবে ডাক্তারবাবু — তখন 'দক্ষিনা' শব্দটি তার বাচ্যার্থ ছেড়ে লক্ষ্যার্থকে অর্থাৎ 'ফীজকে' নির্দেশিত করেছে।

গ-১১)আমরা পূর্বেই বলেছি যে বনফুলের গল্পে রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাওয়া যায়। রাঢ়ী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্টের মধ্যে একটি হল — 'ন' - কে 'ল' এবং 'ল' - কে 'ন' রূপে উচ্চারণ করা। এগল্পেও তার নমুনা আছে। যেমন — 'ন্যাংড়া আম' - এর পরিবর্তে 'ল্যাংড়া আম'

গ-১২) এ গল্পে বনফুল ভাষাকে মৌখিক ভাষার কাছাকাছি আনার জন্য বেশ কিছু ধ্বন্যাত্মক, অনুকার, অনুগামী শব্দ ব্যবহার করেছেন । যেমন—দুষ্টু দুষ্টু, খোঁচা খোঁচা, কাঁচা পাকা, তাড়াতাড়ি, নরবড়ে, খাওয়া-দাওয়া, ছেলে-পিলে, হা হা, সাজ-সজ্জা, বকলে-ঝকলে ইত্যাদি।

"শ্রীপতি সামন্ত" গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

"শ্রীপতি সামন্ত" গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্যের সংখ্যা			= ১০৮ টি
বাক্যের আয়তন	১)	দীর্ঘ	= ১৮ টি
	২)	হ্রস্ব	= ৯০ টি
অনুপাত			= ১৮:৯০

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

মোট শব্দ সংখ্যা = ৯৭৫ টি।

১) তৎসম শব্দ = ৯৫ টি।
শতকরা হার = ১০%
২) তদ্ভবশব্দ(দেশী সমেত) = ৭৯৭ টি।
শতকরা হার = ৮২%
৩) ইংরেজি শব্দ = ৫৭ টি।
শতকরা হার = ৬%
৪) হিন্দি শব্দ = ১১ টি।
শতকরা হার = ১%
৫) আরবী-ফার্সী শব্দ = ১১ টি
শতকরা হার = ১%

গ) গল্পটির ব্যাকরনগত বৈশিষ্ট্য ঃ

১। সাধু ও চলিত ভাষারীতির ব্যবহার।

২। বাক্য গঠন : কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV) কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া (OSV) কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম(SVO), ইত্যাদি। বাক্যাংশগুলি স্পষ্ট।

৩। ছোট ছোট সরলবাক্যের পাশাপাশি, দীর্ঘজটিল বাক্যের ব্যবহার।

৪। বাক্যগঠনে ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ, এমনকি ইংরেজি বাক্যের ব্যবহার।

৫। মিশ্র ভাষার প্রয়োগ।

৬। ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার।

৭। উপমা অলংকার প্রয়োগ।

৮। বাগ্‌ধারা ব্যবহার।

৯। স্বরভক্তিগত উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য।

১০। স্বরসঙ্গতির প্রয়োগ।

১১। 'অ্যা' 'উ' ধ্বনির এবং চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য।

১২। আরোহ, অবরোহ পদ্ধতির বাক্য গঠন।

১৩। ক্রিয়ার রূপ ঃ সমাপিকা, অসমাপিকা, যৌগিক।

১৪। বিপ্রতীপতা।

"শ্রীপতি সামন্ত" গল্পটির ভাষাশৈলীগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ—বনফুল এ গল্পে ১০৮টি হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের সন্নিবেশ করেছেন। হ্রস্ব বাক্যের সংখ্যা ৯০টি এবং দীর্ঘ বাক্যের সংখ্যা ১৮টি ।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ—বনফুল এ গল্পে বিভিন্ন শ্রেণীর যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন তা হল—

খ-১) তৎসম শব্দ—অসম্ভব, স্থান, মনুষ্য সমস্ত, অধিকৃত, বিবাহ, অসহ্য, সহসা, স্বর্গীয়, কীর্তিমান, পুত্র, বিদ্যুৎ, বিজৃম্ভণ ইত্যাদি।

খ-২) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)—ভিড়, তিল, লোক, পোশাক, রাত্রি, ঘুম, চোখ, পাতা, গরম, মাথা, ডাণ্ডা ইত্যাদি।

খ-৩) ইংরেজি শব্দ—বার্থ, স্টেশন, প্ল্যাটফর্ম, গার্ড, ফুলফোর্সে, পাইপ ইত্যাদি।

খ-৪) হিন্দি শব্দ—আপ, দ্যাখা, হ্যায়, জাত, তুলকে ইত্যাদি।

খ-৫) আরবী-ফার্সী—সাহেবী, গোলমাল, হুজুর, তরমুজ ইত্যাদি।

গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ-

গ-১) ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা অনুধাবন করে আমরা লেখকের ভাবনার জগতে প্রবেশ করি। এই ভাষাব্যবহার লেখকের বিশেষ শৈলীকেও চিহ্নিত করে এবং দক্ষতাও প্রতিপন্ন করে। বনফুল তাঁর বিভিন্ন গল্পের মত এগল্পেও চরিত্রানুযায়ী যে ভাষাশৈলী ব্যবহার করেছেন তা গল্পের চরিত্রবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যথাযথ হয়েছে। এগল্পে বনফুল ভাষাশরীর নির্মাণে সাধু ও চলিত —উভয়রীতি ভাষা ব্যবহার করেছেন — বর্ণনা অংশে সাধুভাষারীতি এবং প্রত্যক্ষ উক্তিরক্ষেত্রে চলিত ভাষা। যেমন—

" ও কুরু মহাশয়, বাজে কথার কচকচিতে আর কাজ কি? কটা টাকা লাগবে বলুন, আমিই দিয়ে দি। ঘুমটা আমার হওয়া আজ নিতান্তই দরকার, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন।

সাহেব ও ক্রু উভয়েই বিস্মিত হইলেন। বলে কি !

সামন্ত মহাশয় কিন্তু সমস্ত ভাড়াটা মিটাইয়া দিলেন এবং সাহেবকে বলিলেন, আপনিও তো হুজুর কোলকাতা যাচ্ছেন। আমার গদিতে টাকাটা জমা দেবেন সুবিধামত।

এই বলিয়া তিনি একটা ঠিকানা দিলেন।

তাহার পর ক্রু-র দিকে ফিরিয়া মাথা ঝাঁকিয়া সামন্ত মহাশয় রাষ্ট্রভাষায় বলিলেন, কটা বাঙালি আপ দ্যাখা হ্যায়? জাত তুলকে গালাগালি দেওয়া কোন দিশি ভদ্রতা রে বাপু !"

গ-২) বনফুল এগল্পের বাক্য গঠনে যে ধরনটি প্রয়োগ করেছেন তা হল — কর্তা + ক্রিয়া + কর্ম (SOV), কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া (OSV) কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম(SVO), কর্ম-ক্রিয়া (OV), কর্তা-ক্রির্য়া(SV), বিবৃতিধর্মী বাক্য, ইত্যাদি। বাংলা বাক্যগঠনে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার এবং ইংরেজি বাক্য নির্মাণে কর্তা+ক্রিয়া+কর্মের ব্যবহার করেছেন। যেমন—

বাংলা বাক্য ঃ- ১) 'সামন্ত মতিস্থির করিয়া ফেলিলেন।'

২) 'সামন্ত-ছোটবাবু-সংবাদ তিনি উপভোগ করিতেছিলেন।' - ইত্যাদি।

ইংরেজি বাক্য ঃ- ১) 'আই কান্ট পাঞ্চ ইওর ওয়ার্ড।'

২) 'মাই টিকিট ইজ্ ইন্ মাই সুট্‌কেস্।' ইত্যাদি।

গ-৩) বনফুল তাঁর গল্পে ছোট ছোট সরলবাক্যের পাশাপাশি দীর্ঘ ও জটিল বাক্য প্রয়োগে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। এগল্পও তার ব্যতিক্রম নয়। যেমন—

ছোট বাক্য ঃ- ১) 'ট্রেনে অসম্ভব ভিড়'

২) 'একটি স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে।'

৩) 'কাল তো অসহ্য গরম গিয়াছে।'-ইত্যাদি।

দীর্ঘ জটিলবাক্য ঃ- ১) 'শ্রীপতি সামন্ত নেপোলিয়ন নহেন,তাহা ঠিক; কিন্তু তিনি স্বর্গীয় ছিদাম সামন্তের কীর্তিমান পুত্র, যে ছিদাম সামন্তের প্রতিভার গুণগান এখনও ছেলে-বুড়ো সকলেই করিয়া থাকে।'

২) 'পরনে একটি আধময়লা থান, খালি গা, চোখে ধূলিধূসরিত একজোড়া দেশী মুচির তৈয়ারি চটি, চোখে তির্যকভাবে বসানো কাঁচ-ফাটা চশমা, চশমার ফ্রেম নিকেলের এবং তাহারও ডানদিকে ডান্ডাটা নাই, সে দিকে সুতা বাঁধা।'

৩) 'হৈ-হৈ শব্দে কালীকিঙ্কর, শ্যামাপদ, বাঞ্ছা কয়েক বোঝা শালপাতা, এক বান্ডিল খালি বস্তা, দুই হাঁড়ি গুড়, একটি তরমুজ, একটি বঁটি, একটি ছিপ, দুইটা প্রকান্ড ঝুড়িতে নানাবিধ ছোট বড় বোঁচকা ও পুঁটলি ও একটিন ঘি সমেত সামন্ত মহাশয়কে ফার্স্টক্লাশেই তুলিয়া দিল।' ——ইত্যাদি।

গ-৪) বনফুল তাঁর গল্পের ভাষাশরীর নির্মাণে, বাক্য গঠনে শুধু ইংরেজি শব্দই নয়, প্রয়োজনে ইংরেজি বাক্যও ব্যবহার করেছেন। যা গল্পের ভাব-শরীরে খাপ খেয়ে গেছে। যেমন-

১) 'তিনি স-পাইপ মুণ্ড ভিতরে টানিয়া লইয়া ইলেকট্রিক পাখাটা ফুল ফোর্সে খুলিয়া দিলেন।'

২) 'দ্যাট্ কান্ট বি। আই কান্ট অ্যালাউ।'

৩) 'ইওর্ টিকিট প্লীজ্।'

৪) 'প্লীজ্ টেক্ মাই ওয়ার্ড ফর্ ইট্।'

৫) 'মাই টিকিট্ ইজ্ ইন্ মাই সুট্‌কেস্।'—ইত্যাদি।

—পাঞ্জাবি ক্রু এবং বাঙালি সাহেবটির সঙ্গে যে ইংরেজিতে বাক্যালাপ চলেছে তা চরিত্রানুযায়ী যথাযথ হয়েছে।

গ-৫) আবার বাংলা ও হিন্দি ভাষার মিশ্রণে মিশ্রভাষারও প্রয়োগ করেছেন বনফুল এগল্পে যা চরিত্র অনুযায়ী যথার্থ হয়েছে। পাঞ্জাবি ক্রুটি যখন বাঙালিদের সম্পর্কে কটূক্তি করেছিল, তখন স্বাজাত্যগর্বী সামন্ত মহাশয় হিন্দি ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে প্রতিবাদ মুখর হয়ে বলেছেন—"কটা বাঙালি আপ্ দ্যাখা হ্যায়? জাত তুলকে গালাগালি দেওয়া কোন দিশি ভদ্রতা রে বাপু!"

গ-৬) গল্পের ভাষাকে মুখের ভাষার কাছাকছি আনার একটি মাধ্যম হল ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার

শব্দ, অনুগামী শব্দের ব্যবহার করা। অন্যান্য গল্পের মত এ গল্পেও এজাতীয় শব্দের কিছু নমুনা আছে। যেমন— 'কচলাইতে কচলাইতে, 'গদি-মদি,' 'ঢংঢং,' 'ছুটাছুটি,' 'কচ্‌কচি,' 'ঘড়ঘড়ায়মান।'

গ-৭) এগল্পে উপমা অলংকারের প্রয়োগ করে বনফুল বাক্যসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং সফলও হয়েছেন। যেমন— 'বিদ্যুত চমকের মত একটা বুদ্ধি মাথায় খেলিয়া গেল।'

গ-৮) বনফুল অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও একটি বাগ্‌ধারা ব্যবহার করেছেন। যেমন— 'যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন।'

গ-৯) অল্পশিক্ষিত ব্যক্তির মুখে যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লিষ্ট হয়ে স্বরভক্তির উচ্চারণ প্রবণতা সৃষ্টি করে। এগল্পেরও সামন্ত মহাশয়ের কথাবার্তায় এই ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যা চরিত্রানুযায়ী যথার্থ হয়েছে। যেমন— 'ক্রু' শব্দের পরিবর্তে 'কুরু' শব্দের ব্যবহার, 'ক্লাস' শব্দের পরিবর্তে 'কেলাস', 'ফার্স্ট' শব্দের পরিবর্তে 'ফাস্‌টো'। 'ট্রেন' শব্দের পরিবর্তে 'টেরেন' শব্দের ব্যবহার। এটি পূর্ববঙ্গীয় ভাষার উচ্চারণ প্রবণতাও বটে। নমুনা —

১) 'টেরেনেতো আজ্ঞে চড়াই দায়, হজুর।'

২) 'ওটা যে ফাস্‌টো কেলাস গো।'

৩) 'ও কুরু মহাশয়।' ইত্যাদি।

— এসব ঔপভাষিক ভাষারীতির ব্যবহারে বনফুলের দক্ষতা প্রশ্নাতীত।

গ-১০) এছাড়া এগল্পে স্বরসঙ্গতি ঘটিত বাক্ ব্যবহারেরও নিদর্শন আছে, যা বনফুলের ভাষাশৈলীর একটি বিশিষ্ট লক্ষ্যণ। যেমন— দেশি → দিশি, দিবেন → দেবেন, ইত্যাদি।

গ-১১) এছাড়া 'ও' 'অ্যা' ধ্বনির, 'উ' ধ্বনির, চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ প্রবণতা বনফুলের এগল্পে লক্ষ্য করা যায়। যা রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য। যেমন— 'দ্যাখা', 'হ্যায়' 'অ্যালউ' 'ফাসটো', 'যাঁহা', 'তাঁহা', 'কুরু' ইত্যাদি।

গ-১২) আরোহ, অবরোহ পদ্ধতির বাক্যগঠন গল্পকারের একটি ভাষাশৈলী হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল এ রীতির প্রয়োগ করেছেন। যেমন— 'সকলে নেপোলিয়ন নহেন। সামন্ত মহাশয়তো নহেনই। সুতরাং তাঁহার দ্বারা এ অসম্ভব হইল না।'

গ-১৩) অন্যান্য গল্পের মত এ গল্পেও বনফুল সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়া বিচিত্র সমাবেশ করেছেন। যেমন—'সামন্ত মহাশয় সশব্দে বিজৃম্ভণ করিলেন।', 'সামন্ত মহাশয়ের চুলহীন ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল।' 'শ্রীপতি সামন্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।', 'রাত্রি আটটা হইবে।' ইত্যাদি।

গ-১৪) **'বিপ্রতীপতা লেখকের সুনির্দিষ্ট শৈলী চিহ্নিত করে।'**[১১] বনফুলের গল্পে কাহিনীর বিপ্রতীপতা একটি বিশিষ্ট শৈলী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বিপ্রতীপতা বর্তমান। এই বিপ্রতীপতা সৃষ্টি হয়েছে হ্যাট-কোট পরিহিত বাঙালি সাহেবটির কথাবার্তা, আচরণ, মানসিকতার সঙ্গে শ্রীপতি সামন্ত মহাশয়ের কথাবার্তা, বাহ্যিক রূপ, আচরণ ও মানসিকতায়। পাঞ্জাব ক্রুর কথায় যার প্রতিবাদ করার কথা পাঠক ভেবেছিলেন, তাহল না, প্রতিবাদ করে উঠলেন

সামন্ত মহাশয়, এমনকি সাহেবটির ভাড়াও মিটিয়ে দিলেন তিনি, উপরন্তু 'সমস্ত পথটা' সাহেবটি 'আর পাইপ ধরাইতে সাহস করিলেন না।' এই বিপ্রতীপতা বনফুলের গল্পের কাহিনীর আকর্ষণ ও টান্ টান্ উত্তেজনা বজায় রাখতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।

এবারে বনফুলের **'বড়'** আকৃতির গল্পের ভাষাশৈলীর বিশ্লেষণে দেখে নিতে পারি, এই শ্রেণীর গল্পের ভাষাশৈলী নির্মাণে তিনি কতটা মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন —

"অর্জুন মণ্ডল" গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

"অর্জুন মণ্ডল" গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্য সংখ্যা			= ৬৯৩টি
বাক্যের আয়তন	১)	দীর্ঘ	= ১১০টি
	২)	হ্রস্ব	= ৫৮৩টি
অনুপাত			= ১১০:৫৮৩

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

	মোট শব্দ সংখ্যা	= ৫২০৯ টি।
১)	তৎসম শব্দ	= ৩৯৭ টি।
	শতকরা হার	= ৮%
২)	অর্ধ-তৎসম শব্দ	= ৭টি
	শতকরা হার	= ০.১৩%
৩)	তদ্ভবশব্দ(দেশী সমেত)	= ৪৫২২ টি।
	শতকরা হার	= ৮.৭%
৪)	ইংরেজি শব্দ	= ১৮১ টি।
	শতকরা হার	= ৪%
৫)	হিন্দি শব্দ	= ১৫ টি।
	শতকরা হার	= ১%
৬)	আরবী ফার্সী শব্দ	= ৮৭ টি

শতকরা হার = ২%

গ) গল্পটির ব্যকরণগত বৈশিষ্ট ঃ

১। চলিত ভাষারীতির ব্যবহার।

২। বাক্য নির্মিতি ঃ কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV) কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া (OSV) কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম(SVO), কর্ম - ক্রিয়া (OV), কর্তা - ক্রিয়া (SV) ইত্যাদি ধরনের। বাক্যাংশগুলির স্পষ্টতা।

৩। ছোট ছোট সরলবাক্যের পাশাপাশি দীর্ঘ জটিল বাক্যের ব্যবহার।

৪। বাক্যগঠনে ইংরেজি শব্দের প্রভাব ও ইংরেজি বাক্যের ব্যবহার।

৫। হিন্দি ভাষারীতির সংমিশ্রণ।

৬। রাঢ়ী ও বরেন্দ্র উপভাষার ধ্বনিগত উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি বঙ্গালী ঔপভাষিক ভাষারীতির ব্যবহার।

৭। পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা।

৮। চিঠির ব্যবহার।

৯। সমসাময়িক, পূর্ববর্তী লেখকদের উল্লেখ।

১০। ইতর (Slang)শব্দ ব্যবহার।

১১। প্রবাদ-প্রবচণ ও বাগ্‌ধারার ব্যবহার।

১২। অনুকার, অনুগামী, ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার।

১৩। 'টা' অনুসর্গের ব্যবহার ।

১৪। বিপ্রতীপতা।

"অর্জুন মন্ডল" গল্পের ভাষাশৈলীগত পরিচয়ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ—বনফুল এ গল্পে ৬৯৩টি হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের সন্নিবেশ করেছেন। হ্রস্ব বাক্যের সংখ্যা ৫৮৩টি এবং দীর্ঘ বাক্যের সংখ্যা ১১০টি ।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ—বনফুল এ গল্পে বিভিন্ন শ্রেণীর যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন তা হল—

খ-১) তৎসম শব্দ—খর্বাকায়, কেশ, বিরল, ক্ষুব্ধ, কণ্ঠস্বর, বোধ, শুদ্ধ, ক্রিয়াপদ, ভবিষ্যত, উদ্যত, অবলীলাক্রমে, লৌকিকতা, দৃশ্য, আর্তনাদ ইত্যাদি।

খ-২) অর্ধ-তৎসম শব্দ—চিতুয়া, যাচ্ছি, পাচ্ছিল ইত্যাদি।

খ-৩) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)—কড়া, নাড়া, কপাট, খদ্দর, বারান্দা, মাথা, শালা, ভুল, চিঠি,

ঝুড়ি, দড়াম, বগল, দাঁড়ান ইত্যাদি।

খ-৪) ইংরেজি শব্দ—সুইচ, কোট, পোস্ট, পাস, পেন্সিল, ফার্স্টবুক, চেয়ার, টেবিল,ডিক্শনারি, প্রাইভেটলি, কম্পাউণ্ডার, ড্রেসার, ব্যাণ্ডেজ, প্র্যাক্টিস ইত্যাদি।

খ-৫) হিন্দি শব্দ—মছলি, উসকো, দেনা, চাহিয়ে, মাহিনামে, রেওয়াজ, হ্যায় ইত্যাদি।

খ-৬) আরবী-ফার্সী—মজুরি, মঞ্জুর, গোলমাল, হুজুর, লুচ্চা, বদমাস ইত্যাদি।

গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ-

গ-১) বনফুল তাঁর এই সর্ববৃহৎ গল্পটিতে চলিত ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন। পূর্বেই বলেছি, বনফুলের চলিত ভাষারীতি কথ্যভঙ্গির খুব কাছাকাছি। এ গল্পেও সে রীতির অনুসরণ করেছেন তিনি। যে ধরনের কথাবার্তা আমরা হামেশাই বলি বাক্ ব্যবহারে, সে ধরনের ভাষাশৈলীটি বনফুল তাঁর এ গল্পেও ব্যবহার করেছেন। যেমন—

"হাটে প্রচণ্ড একটা গোলমাল উঠল একদিন। চিৎকার চেঁচামেচি কলরব আর্তনাদে সমস্ত জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল যেন। একটা জায়গায় ভিড়টা জমাট বেঁধে গেল। মনে হতে লাগল, তার কেন্দ্রে ভয়াবহ কি যেন একটা হচ্ছে। হঠাৎ ভিড় ঠেলে অর্জুন কাকা বেরিয়ে এলেন। তাঁর বগলে একটা রুইমাছ। বাবা হাসপাতালের বারান্দায় বসে কাজ করছিলেন। অর্জুন কাকা ছুটে এসে মাছটা দড়াম করে সামনে ফেলে বাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন।

আমায় বাঁচান আপনি ডাক্তার বাবু, শালারা আমার সব কেড়ে নিচ্ছে।. . . ." ইত্যাদি।

গ-২) বনফুলের অন্যান্য গল্পের মত এগল্পে বাক্য নির্মিতির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SOV) উদ্দেশ্য + ক্রিয়া + বিধেয় (SVO) বিধেয় + উদ্দেশ্য + ক্রিয়া (OSV) ক্রিয়া + বিধেয় + উদ্দেশ্য (VOS) প্রভৃতি ধরনের বাক্য বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। বাক্যাংশগুলি স্পষ্ট। যেমন—

১) 'অর্জুনকাকা মাঝে মাঝে কথাবার্তাতেও শুদ্ধ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন।'

২) 'ভুল ভুল—এ জীবনটা ভুল করতে করতেই কাটল বীরেনবাবু।'

৩) 'তারপর বাঁশ খড় দড়ি কাটারি শাবল কোদাল নিয়ে, অর্জুনকাকা এসে পড়লেন.....।' — ইত্যাদি।

শুধু তাইনয়, কোন কোন ছোট ছোট বাক্যে শুধু কর্তা+ক্রিয়া বা কর্ম+ক্রিয়া-র সহযোগে নির্মিত। যেমন —

১) 'আমরা হাসতাম'। ২) 'মাথার চুল ধরে টানতেন। ' ইত্যাদি।

গ-৩ বনফুল অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও ছোট ছোট বাক্যের পাশাপাশি একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে দীর্ঘবাক্য ও রচনা করেছেন। এই ছোট ও বড় বাক্যের বিচিত্র বিন্যাসের ফলে গল্প দ্রুত এগিয়েছে—দীর্ঘ বাক্য কাহিনীর গতিকে শ্লথ করে দেওয়ার যে একটা ত্রুটি ঘটতে পারত,

এক্ষেত্রে তা ঘটেনি। যেমন —

"জমিদারও বাবাকে খুব খাতির করতেন। অর্জুনকাকার কিছু হল না। বাবার খাতিরে জমিদার তার মাছ নেওয়াই মাফ করে দিলেন। অতিশয় সামান্য ব্যাপার। জমিদাররা মানীর মান রাখবার জন্যে হামেশাই এরকম করে থাকেন। অর্জুন কাকার কিন্তু তাক লেগে গেল। অতবড় দুধর্ষ রাবণ মিশির লিকলিকে রোগা এই ডাক্তার বাবুটির কাছে একেবারে কেঁচো। উঃ বিদ্যার কি প্রতাপ! কি হবে পয়সায়, কি হবে জমিদারিতে, বিদ্যাই আসল জিনিস, বশিষ্টের তপোবল দেখে বিশ্বামিত্রের যে অবস্থা হয়েছিল অর্জুনকাকার অনেকটা তাই হল।

উক্ত ঘটনার দিন সাতেক পরে অর্জুনকাকা এসে একটু কাঁচুমাচু হয়ে বাবাকে বললেন আমার একটা আরজি আছে ডাক্তারবাবু।

কি বল?

আমি কিছু লেখাপড়া করতে চাই। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

এইবার বাবার তাক লাগল।

তুমি লেখাপড়া করবে! তোমার সংসার দেখবে কে?

আমার স্ত্রী। আমার জমি-জমা কিছু আছে, আমার স্ত্রী ধান কুটে, ছাতু পিষে—চলে যাবে কোন রকমে। আমিও রোজগার করব কিছু।" —ইত্যাদি।

গ-৪) বনফুলের গল্পের এমনকি বলতে পারি বনফুলের সমগ্র সাহিত্যের ভাষাশৈলীর একটি বিশিষ্ট প্রবণতা হল ইংরেজি শব্দের ব্যবহার। এই ইংরেজি শব্দগুলি তিনি এমনভাবে অনায়াসে বাক্যে ব্যবহার করেছেন, যাতে মনে হয়, ঐ শব্দটি ভাবকে যথাযথ ভাবে প্রকাশের জন্য সেখানে ব্যবহার করা যেন প্রয়োজন ছিল। যেমন—

১) 'সুইচ টিপে বারান্দার আলোটা জ্বালালাম'

২) 'চিতুয়া পোষ্ট করেনি তা হলে?'

৩) '. . .চিতুয়া এবারও ম্যাট্রিক পাস করতে পারেনি, বুঝলে?'

৪) 'তারপর ওকে আমি কম্পাউণ্ডারি পড়বার জন্যেও স্কলারশিপ যোগাড় করে দেব।'

৫) 'তিন-তিনখানা ডিকশনারি আনতে দিয়েছি আমি—'

৬) ক্লাস প্রোমোশন অবশ্য পেলে . . .।' - ইত্যাদি।

শুধু ইংরেজি শব্দ নয় গল্পের পরিবেশ পরিস্থিতি, পাত্র-পাত্রীর চরিত্র স্বরূপ উন্মোচনে ইংরেজি বাক্যেরও ব্যবহার বনফুল তাঁর ভাষাশৈলীতে করেছেন। এ গল্পে অর্জুনকাকা যথার্থ বিদ্যাচর্চা করে শিক্ষিত হয়ে সাহেবের সামনে যখন ইংরেজিতে বাক্য বিনিময় করেন, তখন এতটুকুও অস্বাভাবিক মনে হয় না। যেমন—সাহেবের মালপত্র বয়ে নিয়ে যেতে সে সাগ্রহে বলেছে— 'Yes Sir, I shall carry your things most gladly.' তারপর ষ্টেশনে মালপত্র পৌঁছে দিলে সাহেব তাকে পয়সা দিতে চাইলে অর্জুনকাকা পুনরায় বলেছে—'Thank you Sir, I

am a labourer, no doubt, but I shall not accept anything from you.' বিস্মিত সাহেবটি যখন প্রশ্ন করলেন —'Why?' তখন অর্জুনকাকা উত্তরে বলেছেন — - 'You are our Doctor Babu's honoured guest.' — এই কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে অর্জুনকাকার চরিত্র স্বরূপটিও উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন বনফুল।

গ-৫) বহুভাষিক বনফুল ইংরেজি শব্দ ও বাক্যের পাশাপাশি হিন্দি ভাষা ও চরিত্র, পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন। তাতে করে গল্পের পটভূমি যে মণিহারী গ্রামের তাও স্পষ্ট হয়েছে। কেননা, এ গল্পে দেখা যায়, গল্পকথকের পিতা যখন হাসপাতালের বারান্দায় বসে কাজ করছিলেন, সে সময় অজুর্নকাকা স্থানীয় জমিদারের সিপাহীদের সঙ্গে গণ্ডগোল করে গল্পকথকের পিতার কাছে আশ্রয় নিলে তিনি যখন জানতে চাইলেন যে অর্জুনকাকার মাছ তারা জোর করে কেড়ে নিচ্ছে কেন। তখন সিপাহীরা বলেছে —

"এইসেই তো রেওয়াজ হ্যায় হুজুর। মাহিনামে একঠো বড়া মাছলি তো উসকো দেনাই চাইয়ে!" উত্তরে অর্জুনকাকা গর্জন করে বলেছে— 'নেহি দেগা—।'—এই সংলাপগুলি চরিত্রানুযায়ী যেমন যথাযথ হয়েছে, তেমনি চরিত্র বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে।

গ-৬) আমরা পূর্বেই বলেছি বনফুলের ভাষাশৈলীতে রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। তবে বনফুল কোন চরিত্রকে বিশেষ ভৌগোলিক এলাকায় মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করতে গিয়ে উক্ত দুই ঔপভাষিক অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, তার বিস্তার ঘটিয়েছেন। অর্জুনকাকা যে পূর্ববঙ্গীয় তা তাঁর ভাষাব্যবহারের বিশিষ্টতা দিয়ে বনফুল বুঝিয়ে দিয়েছেন। যেমন — বঙ্গালী, উপভাষার 'ও' ধ্বনি 'আ' ধ্বনি রূপে, 'প' কে 'ফ' রূপে উচ্চারণ হয়। অর্জুনকাকার 'বোঝার' পরিবর্তে 'বুঝা', 'দেবোর' পরিবর্তে 'দিব', 'মিছেমিছির' পরিবর্তে 'মিছামিছি', 'আপদকে' 'আফৎ' ব্যবহারের বিশেষত্ব তাঁর চরিত্র ও ভৌগোলিক এরিয়াকে চিহ্নিত করে।

গ-৭) গল্পের পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং চরিত্রের মানসিক অবস্থা বোঝাতে গিয়ে পৌরাণিক কোন ঘটনার অবতারণা বনফুলের ভাষাশৈলীর একটি দিক। এ গল্পে অর্জুনকাকার গল্পকথকের পিতার কাছে জমিদারের সিপাহীদের পরাস্ত হওয়ার ঘটনায় গল্পকথক পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। যেমন— "উঃ বিদ্যার কি প্রতাপ! কি হবে পয়সায়, কি হবে জমিদারিতে, বিদ্যাই আসল জিনিস, বশিষ্ঠের তপোবল দেখে বিশ্বামিত্রের যে অবস্থা হয়েছিল, অর্জুনকাকার অনেকটা তাই হল।"

গ-৮) অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল গল্পশরীরে চিঠির আবতারণা করেছেন। তবে তা গল্পশরীরের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্য লাভ করেছে।

গ-৯) শুধু পৌরাণিক প্রসঙ্গ নয়, সমসাময়িক, বা পূর্ববর্তী বিশিষ্ট লেখক বা ব্যক্তিত্বদেরও গল্পের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যবহার করা বনফুলের ভাষাশৈলীর আর একটি বৈশিষ্ট্য। যদিও অনেক সময় তা ব্যঙ্গ বাণে বিদ্ধ। যেমন—এগল্পে বঙ্কিমচন্দ্র ও কবি হেমচন্দ্রের কথা বলেছেন। এখানে

বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ না করলেও হেমচন্দ্রকে একটু খোঁচা দিয়েছেন।

গ-১০) বনফুল বিষয়বস্তু ও চরিত্রের স্বভাবধর্ম ও কথাবার্তার ধরন অনুসারে প্রয়োজন এমনকিছু ইতর শব্দ প্রয়োগ করেন, যা গল্পের ভাবশরীরে খাপ খেয়ে যায় অনায়াসে। এবং তা চরিত্র-বৈশিষ্ট্য উন্মোচনেও সহায়ক হয়ে ওঠে। যেমন এগল্পে 'শালা' শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ তা আমাদের এতটুকুও বিরক্তির কারণ হয়নি বরং মনে হয় চরিত্র স্বরূপ উন্মোচনে যথাযথ হয়েছে।

গ-১১)বনফুল তাঁর গল্পে প্রয়োজনে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন-বাগধারাকে যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি নিজেও অনেক সময় কিছু কিছু প্রবচন বাগধারা সৃষ্টি করেছেন। যা আটপৌরে অথচ যথাযথ ও ব্যঞ্জনাধর্মী। যেমন— 'দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি', 'গো-বেড়েন', 'জলের মত পয়সা খরচ' 'আমগাছে আমই ফলবে'—ইত্যাদি।

গ-১২) লেখ্যভাষাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি আনার একটি মাধ্যম ধ্বন্যাত্মক, অনুকার,অনুগামী শব্দের ব্যবহার। মুখের ভাষাকে সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করার এটি একটি বড় কৌশল অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল বহু এধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন— 'ছোটোখাটো', 'মিছামিছি', 'পাই-পয়সা', 'খাওয়া-দাওয়া', 'লুচি-টুচি', 'ঠাস্-ঠাস্, 'বাদ-প্রতিবাদ, 'আলাপ আলোচনা', 'খাবার টাবার', 'এক-আধ', 'কুচকুচে', 'হাসা হাসি', 'গোলমাল', 'লিকলিকে', 'পাততে পাততে', 'জমি জমা', 'বইটই', 'ঝকঝক', 'চেঁচামেচি' ইত্যাদি।

গ-১৩) এছাড়া নির্দেশক 'টা' অনুসর্গের ব্যবহারও এগল্পে রয়েছে। যেমন—দুইটা, মাছটা, কলাটা, মুলোটা ইত্যাদি।

গ-১৪) অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বিপ্রতীপতা বর্তমান। অর্জুন মণ্ডলের জীবন কাহিনীর মধ্যে এবং বড় বাক্স বানিয়ে তীর্থযাত্রা করতে গিয়ে সেই বিরাটাকার বাক্স নিয়ে ট্রেনে উঠতে না পারার মধ্যে বিপ্রতীপ ভাব সৃষ্টি হয়েছে।

এভাবে বনফুল এগল্পে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে যে ভাষা বসিয়েছেন, যে ভাষাশৈলী নির্মাণ করেছেন, তা পরিবেশ-পরিস্থিতি ও চরিত্রানুযায়ী যথাযথ হয়েছে এবং এতে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

"ঐরাবত" গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

"ঐরাবত" গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ-

মোট বাক্য সংখ্যা			= ২১০ টি
বাক্যের আয়তন =	১)	দীর্ঘ	= ৩২টি
	২)	হ্রস্ব	= ১৭৮টি।
অনুপাত			= ৩২:১৭৮

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ-

	মোট শব্দ সংখ্যা	= ১৬৬৮ টি
১)	তৎসম শব্দ	= ৩০৫ টি
	শতকরা হার	= ১৮%
২)	অর্ধ্ব-তৎসম শব্দ	= ২টি
	শতকরা হার	= ০.১১%
৩)	তদ্ভবশব্দ (দেশী সমেত)	= ১২৮৬টি
	শতকরা হার	= ৭৭%
৪)	ইংরেজি শব্দ	= ৪৫টি
	শতকরা হার	= ১%
৫)	অন্যান্য	= ৭টি
	শতকরা হার	= ০.৪২%

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ-

১) সাধু ও চলিত — উভয় ভাষারীতি অনুসৃত।

২। বাক্য গঠন— কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV), কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম(SVO),কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া(OSV) ইত্যাদি। বাক্যাংশগুলি স্পষ্ট।

৩। ছোট ছোট সরল বাক্যের পাশাপাশি একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে দীর্ঘ জটিল বাক্যের ব্যবহার।

৪। ধ্বন্যাত্মক, অনুকার,অনুগামী শব্দের ব্যবহার।

৫। গল্পের মধ্যে গল্প।

৬। বাগ্‌ধারা, প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার।

৭। চিঠির ব্যবহার।

৮। মহৎ ব্যক্তিত্বর উল্লেখ।

৯। পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা।

১০। বাক্য গঠনে ইংরেজি শব্দের প্রভাব।
১১। শব্দ বিচ্যুতি (Word Deviation) এবং অর্থ বিচ্যুতি (Semantic Deviation)।
১২। বিপ্রতীপতা।

"ঐরাবত" গল্পের ভাষাশৈলীগত পরিচয়ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ—বনফুল এ গল্পে শরীর নির্মাণে ২১০টি হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের সন্নিবেশ করেছেন। হ্রস্ব বাক্যের সংখ্যা ১৭৮টি এবং দীর্ঘ বাক্যের সংখ্যা ৩২টি ।
খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ—বনফুল তাঁর গল্পের শরীর নির্মাণে বিভিন্ন শ্রেণীর সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন। সাহিত্যের আত্মা যদি রস হয় তবে শব্দ অবশ্যই দেহ নির্মাণের একমাত্র উপাদান। 'সাহিত্য হ'ল শব্দ ও অর্থের পার্বতী-পরমেশ্বর মিলন।'[১২] শব্দ ও অর্থের উপযুক্ত বিন্যাসেই সাহিত্য রসোত্তীর্ণ হয়। বনফুলও তাঁর গল্পে বিবিধ শ্রেণীর শব্দের ব্যবহারে রসোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। আলোচ্য গল্পে যে সব শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন তার নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হল—
খ-১) তৎসম শব্দ—ত্রিগুণ, আকর, প্রচণ্ড, ধার্মিক, সংযমী, শরীর, লক্ষ্য, প্রত্যহ, স্বাস্থ্য, মৌলিকতা, পৈতৃক, দৈনন্দিন, প্রণালী, প্রসিদ্ধ ইত্যাদি।
খ-২) অর্ধ-তৎসম শব্দ—কিষণপুর, ছোকরা।
খ-৩) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)—গোড়া, মুগুর, কাজ, দাঁতন, খুব, জমি, শীত, বাঁধিয়া, ব্যায়াম, ভৈরোঁব ইত্যাদি।
খ-৪) ইংরেজি শব্দ—ডেভালাপার, পাস, কার্বলিক, লোশন, স্টোভ, ডাম্বেল, কমপ্লিট, ব্যাগ, টিঞ্চার, টেররিস্ট, কপিং, পেন্সিল ইত্যাদি
খ-৫) অন্যান্য শব্দ—পালোয়ান, চা, বখেরা, মামুলী, গুজব ইত্যাদি।

গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ-
গ-১) এগল্পে বনফুল সাধুও চলিত—উভয় ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন বিবৃতি অংশে সাধুর ভাষারীতি। যেমন— "চমক ভাঙিল, যখন ত্রিগুণানন্দ বলিলেন, হাঁ করে দেখছিস কি? এই তোর বৌদি। বখেড়া মিটিয়ে ফেলেছি।
'হেঁট হইয়া বউদির পদধূলি গ্রহণ করিলাম।'
গ-২) এগল্পের বাক্য নির্মিতি বিচিত্র — কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV), কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম(SVO),কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া(OSV) ইত্যাদি। যেমন —
১) 'ত্রিগুণানন্দবাবু শুধু ত্রিগুণ নয়—বহুগুণেরই আকর ছিলেন।'

২) 'মিলিটারী বুট পরলে আরও যে সব আনুষঙ্গিক পরিচ্ছদ-পরিধান করা সাধারণ লোকে সঙ্গত মনে করেন ত্রিগুণাবাবু সে সবের ধার ধারিতেন না।' —ইত্যাদি।

গ-৩) বনফুলের ভাষাশৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য হল ছোট ছোট সরলবাক্যের পাশাপাশি, একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে দীর্ঘ জটিল বাক্যের বিচিত্র সমাবেশ। এগল্পেও সেই বাক্য-বিন্যাস বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

১) 'শরীরের প্রতি তাঁহার ভীষণ লক্ষ্য ছিল।'

২) 'তিনি উঠিতেন খুব ভোরে।'

৩) 'বাড়ি ফিরিয়া তিনি স্টোভ জ্বালিতেন ।'

৪) 'স্নান শেষ করিয়া ভৈরোঁ রাগিণীতে একটি ভজন গাহিতে গাহিতে তিনি বাড়ি ফিরিতেন ; কি শীত, কি গ্রীষ্ম প্রাতঃকালে অবগাহম স্নান করা তাঁহার চা-ই।'

৫) 'তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমাদের দেশের সকলে যদি ব্রহ্মচর্যের মর্মবস্তুটির সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হয়, তাহা হইলে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা অচিরেই লুপ্ত হইবে।'ইত্যাদি।

গ-৪) অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল বেশ কিছু ধ্বন্যাত্মক, অনুকার, অনুগামী শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন—'লেখা-পড়া' 'জমি-জমা' 'সকাল-সকাল' 'গাঁটে-গাঁটে' 'ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া' 'গোছা-গোছা, 'ছোট-ছোট'; 'ঝড়-বৃষ্টি', 'দ্বারে -দ্বারে', 'ক্রমে-ক্রমে', 'দেখতে-দেখতে', 'তন্ন-তন্ন','ধড়-মড়', 'টুকি-টাকি', 'যাওয়া-আসা', 'কুচ-কুচে' ইত্যাদি।

গ-৫) বনফুলের গল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল—গল্পের মধ্যে গল্প বলা। যদিও মূল কাহিনীর সঙ্গে ভাবগত দিক থেকে সেগুলি সাযুজ্যপূর্ণ। এগল্পে 'মরমী' পত্রিকার সম্পাদক চিত্রকার গল্পলেখকের যে কাহিনী বিবৃত করেছেন, তা গল্পের মূল কাহিনীর সঙ্গে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ।

গ-৬) বনফুলের ভাষাশৈলী নির্মাণের একটি বৈশিষ্ট্য হল, গল্পের চরিত্র ও অবস্থা অনুযায়ী বাগ্‌ধারা, প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার। তবে তা বনফুল নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়েছেন। এগল্পেও বনফুল বেশ কিছু বাগ্‌ধারা প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করেছেন। যেমন—

১) 'গ্রামস্থ যোগী ভিক্ষা পায় না'

২) 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।'

৩) 'ঠক্ বাছিতে গেলে গ্রাম উজার করিতে হয়।'

গ-৭) বনফুলের গল্পের ভাষাশরীর নির্মাণে চিঠির ব্যবহার একটি শৈলী হিসেবে চিহ্নিত।এগল্পেও চিঠির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ত্রিগুণানন্দবাবুর চরিত্র পরিবর্তনের সমস্ত বৃত্তান্ত এই চিঠিতে বিধৃত, যা ছয় নম্বর পরিচ্ছেদে গল্পকথককে ত্রিগুণাবাবু লিখেছেন।

গ-৮) এছাড়া ঘটনা বিন্যাসে প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বের, ঘটনার উল্লেখ বনফুলের গল্পে লক্ষ্য করা যায়। এগল্পেও আছে। এগল্পে ঋষি অরবিন্দের, চট্টগ্রামের টেররিষ্ট দলের উল্লেখ আছে।

গ-৯) তাছাড়া গল্পের ঘটনাবিন্যাস প্রসঙ্গে পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনার উপমা টানা বনফুলের

গল্পের একটি শৈলী। এ গল্পেও সে শৈলী অনুসৃত হয়েছে। এগল্পে পৌরাণিক ঐরাবতের প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে, স্বামী ত্রিগুণানন্দের কামনাগুনে ভেসে যাওয়ার প্রসঙ্গে।

গ-১০) বনফুলের অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বাক্যগঠনে ইংরেজি শব্দের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, যা বনফুলের ভাষাশৈলীর একটি বিশিষ্ট দিক। যেমন—

১) 'কমপ্লিট।'

২) 'আর থাকিত চামড়ার একটি ব্যাগ পোস্টাপিসের পিওনরা সাধারণত যে জাতীয় ব্যাগ কাঁধে ঝুলাইয়া চিঠি বিলিকরে, সেই জাতীয় একটি ব্যাগ।'

৩) 'যথা —— কপিং পেন্সিল, একটি বাঁধানো নোটবুক, শুকনো খেজুর, টিঞ্চার আয়োডিন ইত্যাদি।

৪) 'সঙ্গে একটি হাল-ফ্যাশান-দুরস্ত তন্বী তরুণী।'

৫) 'ঐরাবত 'ক্লীন শেভড' গোঁফ-দাঁড়ি একেবারে নেই।

৬) 'পায়ে পেটেন্ট লেদারের কুচকুচে কালো পাম্পসু।'

৭) 'হাতে সোনার রিস্টওয়াচ।' - ইত্যাদি।

গ-১১) শব্দ বিচ্যুতি (Word Deviation) এবং অর্থ বিচ্যুতি (Semantic Deviation) ভাষাশৈলীর একটি বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করে। বনফুলের অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও শব্দ বিচ্যুতি ও অর্থ বিচ্যুতি ঘটেছে। 'ছোক্‌রা' 'বখেড়া' শব্দ দুটি তার নমুনা।

গ-১২) বনফুলের অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বিপ্রতীপতা লক্ষ্য করা যায়। স্বামী ত্রিগুণানন্দের চরিত্রে সেই বিপ্রতীপতা সৃষ্টি হয়েছে। যে ব্যক্তিটি সমস্ত 'বখেরা' মিটিয়ে ফেলার জন্য ব্রহ্মচর্য ধর্ম গ্রহন করলেন, তিনি কিনা শেষ পর্যন্ত 'একটি হাল ফ্যাশন-দুরস্ত-তন্বী-তরুণী' বিয়ে করে বসলেন!

বনফুলের **'ছোট' 'মাঝারি'** ও **'বড়'** আকৃতির বিভিন্নগল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, বনফুল শুধু প্রকরণকেই তাঁর বিশিষ্টতার নিদর্শন রূপে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, তিনি যে একজন সুকৌশলী ভাষা শিল্পী তা তাঁর ভাষাশৈলী বিশ্লেষণে আমরা অনুাধাবন করতে পারলাম। চরিত্রানুযায়ী, বিষয়বস্তু অনুযায়ী, পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী, চরিত্র স্বরূপ উন্মোচনে, গল্পের ভাব-বিশ্লেষণে, প্রতীকে, ব্যঞ্জনায় যে ভাষাশৈলী তিনি ব্যবহার করেছেন তাতে তাঁর মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। কোথায় কোন্ পরিস্থিতি কোন্ চরিত্রের মুখে, কোন্ ভাষা বসালে ভাষা ও চরিত্রের যথার্থতা রক্ষিত হবে, তা বনফুল খুব ভালোভাবেই জানতেন। তাঁর গল্পের একটি বাক্য, এমনকি এক-একটি শব্দ সুনির্বাচিত, সুনিয়ন্ত্রিত, সুপরিবেশিত। সেকারণে তাঁর গল্পগুলি আমাদের মনের এত কাছাকাছি আসতে পেরেছে। ডঃ সুকুমার সেন একদা আক্ষেপ করে বলেছিলেন—"**আজ বাঙালি পাঠক বনফুলের গ্রন্থ উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের পাঠক তা করবে না। এই আমার ভবিষ্যৎবাণী।**"[১৩] বস্তুতঃপক্ষে তাই। বনফুলের গল্পের বিচিত্রসম্ভার তাঁর

ভাষাশৈলীর কারুকার্য আজ আমাদের মনকে ছুঁয়ে যায়, আমাদের মনে গভীর ভাবে দাগ কাটে। তাই বনফুলের বিশিষ্টতা শুধু ছোট ছোট গল্পিকা রচনাতেই সীমাবদ্ধ নয়, তাকে অতিক্রম করে গল্পের ভাষাশৈলী নির্মাণেও তাঁর বিশিষ্টতাকে খুঁজে পাব আমরা।

–ঃ উল্লেখপঞ্জী ঃ–

১) 'সমালোচনার কথা—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। পুনর্মুদ্রণ: ২০০৮–২০০৯, পরিশিষ্ট – ১, পৃ.– ২৮৪।

২) 'বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস'— অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম দে'জ সংস্করণ : জুলাই ২০০০। পৃ.– ১৪।

৩) 'বনফুল ঃ শৈলী বিজ্ঞানের একটি সমীক্ষা' (প্রবন্ধ)— বীতশোক ভট্টাচার্য । ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'বনফুলের কথাসাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত। বাণীশিল্প প্রকাশনা। প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৮২। পৃ.–২৬।

৪) 'বনফুল প্রসঙ্গে' (প্রবন্ধ) — অন্নদাশঙ্কর রায়। ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'বনফুলের কথাসাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত। বাণীশিল্প প্রকাশনা। প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৮২। পৃ.–১৩৪।

৫) 'তিলোত্তমা' গল্প— বনফুল।

৬) 'শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব'— ড. অভিজিৎ মজুমদার। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারী ২০০৭ । পৃ.– ১০৯।

৭) ঐ পৃ.– ১০৪।

৮) 'শৈলীবিজ্ঞান পরিচিতি' —ড. গিরিন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রজ্ঞা বিকাশ। প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ২০০৭। পৃ.– ১১৪।

৯) 'শৈলী বিজ্ঞান' — অপূর্বকুমার রায়। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম দে'জ সংস্করণ : অক্টোবর ২০০৬ । পৃ.– ৫৫।

১০) 'কাব্যালোক'—ড. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম দে'জ সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৯৮। পৃ.– ২৩১।

১১) 'শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব' — ড. অভিজিৎ মজুমদার। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারী ২০০৭ । পৃ.– ১০৩।

১২) 'সাহিত্য–বিবেক'—ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়। দে'জ পাবলিশিং। তৃতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী ২০০৩ । পৃ.– ৭৭।

১৩) 'বনফুলের ফুলবন' —ড. সুকুমার সেন। সাহিত্যলোক। প্রথম প্রকাশ: দোলপূর্ণিমা ১৩৯০। পৃ.– ১০।